বেলজিক বিশ্বাস
স্বীকারোক্তি
১৫৬১

Belgic Confession
1561

গ্রন্থস্বত্ব
রেভা: ইম্মানূয়েল সিং

অনুবাদ
শচীন দাশ
বর্ণ সংস্থাপক
সঞ্জীব সরকার, হাসনাবাদ

প্রচ্ছদ
রেভা: ইম্মানূয়েল সিং
প্রকাশক

Covenant Evangelical Reformed Church India
121/37 Malancha, M. G. Road, Joka
kolkata, West Bengal, 700 104, India
www.cercindia.in
Email-covenantkolkata@gmail.com
(Mob:-9875566915)

সূচিপত্র

বিষয়	**পৃষ্ঠা**
ঈশ্বতত্ত্ব (১-১৩) Doctrine of God	
ধারা-১ শুধু একজন ঈশ্বরই বর্তমান	০৭
ধারা-২ ঈশ্বরকে আমরা কীভাবে জানতে পারি	০৭
ধারা-৩ ঈশ্বরের লিখিত বাক্য	০৭
ধারা-৪ পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের ক্যাননীয় পুস্তকসমূহ	০৮
ধারা-৫ পবিত্র শাস্ত্রবাক্য কখন থেকে তাদের মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব লাভ করল	০৯
ধারা-৬ প্রামাণিক এবং প্রক্ষিপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে পার্থক্য	০৯
ধারা-৭ পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের বিশ্বাসের একমাত্র নিয়ন্তা হবার মতো সক্ষমতা আছে	
ধারা-৮ ঈশ্বর মূলত এক, তবু তিনি তিন সত্ত্বা বিশিষ্ট	১০

ধারা-৯ পূর্বের ধারায় উল্লিখিত এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিরূপের প্রমাণ ১১
ধারা-১০ যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত এবং চিরন্তন ঈশ্বর ১২
ধারা-১১ পবিত্র আত্মা, সত্য এবং চিরন্তন ঈশ্বর ১৩
ধারা-১২ সৃষ্টি ১৩
ধারা-১৩ স্বর্গীয় সদয় তত্ত্বাবধান ১৪

সুতরাং বেদ ও বাইবেল এখানে এক মত বেদের শেষ এবং বাইবেলের শুরু একমত যে, পরিত্রাণের একমাত্র পথ খ্রীষ্ট। যার কাছে আমাদের পাপের পরিত্রাণ পাই, ও মানব জীবনের শেষ ঠাই। আমরা তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা অনন্ত জীবন পাই।

মনুষ্যতত্ত্ব (১৩-১৫) Doctrine of Man ১৫
ধারা-১৪ সৃষ্টি এবং মানুষের পতন; যা সত্যই উত্তম, তা সাধন করার তাঁর অক্ষমতা
ধারা-১৫ আদিম পাপ ১৭
খ্রীষ্টতত্ত্ব (১৬-২১) Doctrine of Christ
ধারা-১৬ অনন্তকালীন নির্বাচন ১৭
ধারা-১৭ পতিত মানবেন পুনরুদ্ধার ১৮
ধারা-১৮ যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপেধারণ/দেহায়ন ১৮
ধারা-১৯ খ্রীষ্টের ব্যক্তিরূপের মধ্যে দুটি প্রকৃতির মিলন এবং স্বাতন্ত্র্য ১৯
ধারা-২০ ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াকে প্রকাশ করেছেন ২০
ধারা-২১ আমাদের জন্য, আমাদের একমাত্র মহাযাজক, খ্রীষ্টের পরিতৃপ্তি ২০
পরিত্রাণতত্ত্ব (২২-২৬) Doctrine of Salvation
ধারা-২২ যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস ২১
ধারা-২৩ ধার্মিকতা ২২
ধারা-২৪ মানুষের পবিত্রীকরণ ও সৎকর্ম ২৩
ধারা- ২৫ আধুনিক নিয়ম বিধির বিলুপ্তি ২৪
ধারা-২৬ খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ২৪
মণ্ডলীতত্ত্ব (২৭-৩৬) Doctrine of the Church
ধারা-২৭ ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ২৬
ধারা-২৮ প্রকৃত মণ্ডলীতে সকলেই তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধ্য ২৭
ধারা- ২৯ প্রকৃত মণ্ডলীর চিহ্ন এবং ভ্রান্ত মণ্ডলীর সঙ্গে এর পার্থক্য ২৮
ধারা-৩০ মণ্ডলী শাসন পরিচালনা ২৯
ধারা-৩১ পালক, প্রাচীন এবং ডীকন ২৯
ধারা-৩২ মণ্ডলীর শাসন ও শৃঙ্খলা ৩০
ধারা-৩৩ ধর্মসংস্কার ৩১
ধারা-৩৪ পবিত্র আত্মা ৩১
ধারা-৩৫ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র ভোজ ৩৩
ধারা-৩৬ আমাদের প্রশাসন ৩৫
পরিশেষতত্ত্ব (৩৭) Doctrine of the End
ধারা-৩৭ শেষ বিচার ৩৬

রেভা. ইম্মানূয়েল সিং দ্বারা প্রণিত

প্রিয় পাঠক,

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে আমরা সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ রিফর্মেশনের পরে মণ্ডলীর সর্বদা তাড়না এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রটেস্টান্ট চার্চ সর্বদা তার বিশ্বাসকে লিখিত ও মৌখিকভাবে জনসমক্ষে, দেশের প্রশাসক ও রাষ্ট্রনেতাদের কাছে তুলে ধরেছে, এবং এই বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিগুলো লিপিবদ্ধ করেছে কোনো দার্শনীক চিন্তাধারা বা ব্যক্তি আবেগের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্যই এর মূল উৎস প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের। বেলজিক কনফেশনটি লিপিবদ্ধ হয় ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে। যেহেতেু বেলজিয়ামে এটি লেখা হয়েছিল সেইজন্য এটি বেলজিক কনফেশন নামে পরিচিত। রোমীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় কালে প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদেরকে তাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচার করা হতো। ওইসময় তারা মনে করত প্রটেস্টান্টরা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এই জন্য তাদের বেত্রাঘাত, আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে, ও আরও নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। বেলজিক কনফেশনটি একটি পিটিসন স্বরূপ সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপকে দেওয়া হয় যাতে প্রটেস্টান্ট বিশ্বাস সম্পর্কে যেন ভুল ধারনা না থাকে। যিনি এই বেলজিক স্বীকারোক্তির লেখক হলেন Guido De Bres গিডো ডি ব্রেস। পরবর্তীকালে তার এই স্বীকারোক্তির জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে এই কনফেশনটি প্রটেস্টান্ট রিফর্মড চার্চের ন্যাশনাল সিনোডে ১৬১৮-১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীর তিনটি কনফেশনের মধ্যে প্রথম কনফেশনরূপে গ্রহণ করা হয়। পরে এই কনফেশনটি প্রতিটি মণ্ডলীতে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ব্যবহারিক অনুশীলনরূপে অনুসরণ করা হয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি বেলজিক কনফেশন একজন সাধারণ বিশ্বাসীকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্বে (থিয়োলজি) শিক্ষিত করে তুলবে। এটিকে আমরা Tacsee রূপে ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

১. ঈশ্বতত্ত্ব (Doctrin of God)
২. মনুষ্যতত্ত্ব (Doctrin of Man)
৩. খ্রীষ্টতত্ত্ব ((Doctrin of Christ)
৪. পরিত্রাণতত্ত্ব (Doctrin of Salvation)
৫. মণ্ডলীতত্ত্ব (Doctrin of Church)
৬. পরিশেষতত্ত্ব। (Doctrin of End Time)

আপনি যদি খুব যত্নসহকারে এই বেলজিক কনফেশনটি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে পারেন তাহলে আপনি ঈশ্বরতত্ত্বে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। আসুন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই গুইডো ডি ব্রেস (Guido De Bres) তার আত্মবলিদানের জন্য। রিফমর্ড বিশ্বাস সম্পর্কে আপনি যদি আরও অধিক জানতে চান তাহলে আমাদের মণ্ডলীর পালক মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে এই যেন সারা বিশ্বে সমস্ত বাঙালি পাঠক ও বিশ্বাসী ভাইদের কাছে তারা যেন উপকৃত হয় এই বেলজিক কনফেশনের মাধ্যমে।

ধন্যবাদান্তে খ্রীষ্টের সেবক
রেভা. ইম্মানুয়েল সিং

বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির ভূমিকা

আমাদের তিন প্রকারের একত্বের মধ্যে এটিই প্রথম ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এটিকে প্রায়শই বেলজিক স্বীকারোক্তি নামে অভিহিত করা হয়। কারণ এটি রচিত হয়েছিল সাউদার্ন লোল্যানড্স্-এ, অধুনা যা আমাদের কাছে বেলজিয়াম নামে পরিচিত। এর প্রধান রচনাকার ছিলেন Guido de Bres. তিনি ছিলেন অন্যতম একজন ভ্রমণশীল প্রচারক। নিগ্রহ চলাকালীন সময়ে তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে, লোল্যানড্স্-এর সংস্কারপন্থী বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন, যিনি ছিলেন রোমীশ চার্চের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, বিপ্লবী হিসাবে নিদারুণ নিগ্রহের শিকার হন। স্পেনীয় রাজার কাছে সাক্ষ্যদানের অঙ্গ হিসাবে এই স্বীকারোক্তিটি প্রাথমিকভাবে লিখিত হয়েছিল। এই স্বীকারোক্তির দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ আনীত হয়েছে, তা মিথ্যা। সংস্কারপন্থী বিশ্বাসীরা বিপ্লবী নন; তাঁরা আইন মেনে-চলা নাগরিক। তাঁরা শুধু পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের শিক্ষা ও মতবাদগুলি মেনে চলেন। নিগৃহীতদের পক্ষ থেকে একটি আবেদন-পত্রসহ এর একটি খণ্ড ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজার কাছে পাঠানো হয়। এই আবেদন-পত্রে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, সরকারের সমস্ত আইনসম্মত বিষয়গুলি তাঁরা মেনে চলতে সম্মত, কিন্তু ঐশ্বরিক বাক্যের সত্যতা অস্বীকার করার পরিবর্তে তাঁরা বরং ''কশাঘাতের সামনে পশ্চাদ্দেশ এগিয়ে দেবেনে, ছুরি দিয়ে জিহ্বা কর্তন, মুখের মধ্যে কোনো কঠিন বস্তু সবলে ঢুকিয়ে দেওয়া, এবং দেহকে আগুনে ভস্মীভূত করার প্রচেষ্টাকে মেনে নেবেন।''

স্পেনীয় কর্তৃপক্ষ 'স্বীকারোক্তি'ও আবেদন-পত্রটি গ্রাহ্যই করলেন না। কিন্তু স্বীকারোক্তিটি সংস্কারপন্থী বিশ্বাসীদের কাছে একটি নির্দেশিকা হয়ে উঠল এবং খ্রিস্টের জন্য যাঁরা নিগ্রহ ভোগ করছেন, তাঁদের কাছে বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার একটি অবলম্বন হয়ে উঠল। ভাষাতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। কিছুকালের জন্য এই স্বীকারোক্তি এর ধারায় বস্তুগত ঈশতাত্ত্বিক পর্যায় অনুসরণ করে, এর নিবিড় ব্যক্তিগত উপাদান এই তথ্য থেকে সুপরিস্ফুট যে, প্রত্যেকটি ধারা এই ধরনের শব্দবন্ধ দিয়ে শুরু হয়েছে: ''আমরা বিশ্বাস করি . . .'', ''আমরা বিশ্বাস এবং স্বীকার করি . . .'', অথবা, ''আমরা সকলেই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি এবং মৌখিকভাবে স্বীকার করি . . .।''

ষোড়শ শতকে কতকগুলি জাতীয় সিনোড স্বীকারোক্তিটি গ্রহণ করে, এবং, রচনাংশের সযত্ন পরিমার্জনার পর সিনোড অভ্ ডরড্রেচ, ১৬১৮-১৬১৯, একে অনুমোদন দেয় ও গ্রহণ করে এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত একত্বের তিনটি ধরন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি

১৬১৮ এবং ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডরড্রেচ-এ অনুষ্ঠেয়
জাতীয় সিনোড পরিমার্জিত।

ধারা ১- শুধু একজন ঈশ্বরই বর্তমান

আমরা সকলেই সর্বান্তকরণে বিশ্বাস এবং বাচনিক স্বীকার করি যে, একমাত্র সরল এবং আত্মিক সত্তা আছেন, যাঁকে আমরা ঈশ্বর নামে অনাদি অনন্ত, সর্বশক্তিমান, যথার্থ প্রাজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, মঙ্গলময়, এবং সকল মঙ্গলের উৎসারিত নির্ঝর।

রোমীয় ১০:১০; দ্বি. বি. ৬:৪; ১ করি ৮:৪; ১ করি ৮:৬; ১ তীমথীয় ২:৫ যোহন ৪:২৪; গীতসংহিতা ৯০:২; রোমীয় ১১:৩৩; কলসীয় ১:১৫; ১ তীমথীয় ৬:১৬; যাকোব ১:১৭; ১ রাজাবলি ৮:২৭; যিরমিয় ২৩:২৪; আদি ১৭:১; মথি ১৯:২৬; প্রকাশিতবাক্য ১:৮; রোমীয় ১৬:২৭; রোমীয় ৩:২৫-২৬; রোমীয় ৯:১৪; প্রকাশিতবাক্য ১৬:৫; ১৬:৭; মথি ১৯:১৭; যাকোব ১:১৭।

ধারা ২- ঈশ্বরকে আমরা কীভাবে জানতে পারি

আমরা তাঁকে দু'ভাবে জানি। প্রথম, সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে; আমাদের চোখের সামনে যা সুন্দর

একটি পুস্তকরূপে রয়েছে, যেখানে ক্ষুদ্র বা মহান সমস্ত সৃষ্টি, ঐশী চরিত্র ঈশ্বরের অদৃশ্য বিষয়গুলি যথা, তাঁর পরাক্রম এবং ঈশ্বরত্ব; প্রেরিতশিষ্য পৌল যেভাবে বলেছিলেন, সে-ভাবে আমাদের ধ্যানের পথে চালিত করছে (রোমীয় ১২০)। মানুষকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করতে এ সব বিষয় যথেষ্ট এবং মানুষের সামনে অজুহাত দেখাবার আর কোনো পথ খোলা নেই।

দ্বিতীয়ত, এই জীবনে তাঁর মহিমা এবং আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে যতটুকু জানা প্রয়োজন তাঁর পবিত্র এবং ঐশ্বরিক বাক্যের দ্বারা তিনি স্বয়ং আমাদের কাছে নিজেকে আরও স্পষ্টভাবে এবং পূর্ণরূপে জ্ঞাত করেছেন।

গীতসংহিতা ১৯:১-৪; ১৯:৭-৮ ১ করি ১:১৮-২১

ধারা ৩ - ঈশ্বরের লিখিত বাক্য

আমরা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের এই বাক্য মানুষের ইচ্ছানুসারে প্রেরিত বা প্রদান করা হয়নি; প্রেরিতশিষ্য পিতর যেমন বলেছেন, এই বাক্য পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরে পুণ্যাত্মা মানুষের দ্বারা কথিত হয়েছিল। এরপর ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর এক বিশেষ যত্নশীলতায় এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পরিচারকদের, ভাববাদী এবং প্রেরিতশিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রকাশিত বাক্যকে বাণীবদ্ধ করতে; এবং তিনি স্বয়ং তাঁর দুটি আঙুলে বিধানের দুটি ফলক লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই এই ধরনের রচনাকে আমরা পবিত্র ও অপার্থিব শাস্ত্রবাক্য রূপে অভিহিত করে থাকি।

যাত্রাপুস্তক ৩৪:২৭; গীতসংহিতা ১০২:১৮; প্রকা. ১:১১; ১:১৯; যাত্রাপুস্তক ৩১:১৮; ২ তীমথীয় ৩:১৬।

ধারা ৪ - পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের ক্যানানীয় পুস্তকসমূহ

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যগুলি পুরাতন ও নূতন নিয়ম- এই দুটি পুস্তকে আধারিত, যা আনুশাসনিক এবং যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা যায় না। ঈশ্বরের মণ্ডলীতে এগুলি এইভাবেই নামকরণ করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি মোশির পঞ্চপুস্তক, যেমন, আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ; যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, রূত, শমূয়েলের দুটি পুস্তক, রাজাবলির দুটি পুস্তক, বংশাবলির দুটি পুস্তক, যা সাধারণভাবে প্যারালিপোসেনন নামে অভিহিত হয়, ইষ্রার প্রথম পুস্তক, নহিমিয়, ইষ্টের, ইয়োব, দাউদের গীতসংহিতা, শলোমনের তিনটি পুস্তক যথা, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত; চারজন মহান ভাববাদীর নামাঙ্কিত পুস্তক-যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল এবং দানিয়েল; এবং তুলনামূলকভাবে বারোজন কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদী, যথা, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা মীখা, নহূম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয় এবং মালাখি।

নূতন নিয়মের মধ্যে আছে চার সুসমাচার প্রচারকের পুস্তক, যথা, মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণ; প্রেরিতশিষ্য পৌলের চোদ্দোটি পত্র, যথা, একটি পত্র রোমীয়দের উদ্দেশে, দুটি পত্র করিন্থীয়দের উদ্দেশে, একটি গালাতীয়দের, একটি ইফিসীয়দের, একটি ফিলিপীয়দের উদ্দেশে, কলসীয়দের প্রতি একটি পত্র, দুটি পত্র থেসালোনিকীয়দের উদ্দেশে, তীমথির উদ্দেশে দুটি পত্র, তীত এবং ফিলীমনের উদ্দেশে একটি করে এবং ইব্রীয়দের প্রতি একটি পত্র; অন্য প্রেরিতশিষ্যদের সাতটি পত্র, যথা, যাকোবের একটি, পিতরের দুটি, যোহনের তিনটি, একটি যিহূদার এবং প্রেরিতশিষ্য যোহনের প্রকাশিত বাক্য।

ধারা ৫- পবিত্র শাস্ত্রবাক্য কখন থেকে তাদের মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব লাভ করল।

আমাদের বিশ্বাসের শৃঙ্খলা, ভিত্তি এবং নিশ্চয়তার জন্য এই সব পুস্তক এবং একমাত্র এগুলি আমরা লাভ করেছি; পুস্তকগুলির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় আমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি এই জন্য যে, মণ্ডলী সেগুলি লাভ করেছে এবং অনুমোদন দিয়েছে বলে নয়, কিন্তু আরও বিশেষভাবে এই কারণে যে, পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেগুলি ঐশ্বরিক, যদ্দ্বারা সেগুলি নিজেরাই সাক্ষ্য বহন করে। একেবারেই অন্ধ ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে পারে যে, পূর্বকথিত বিষয়গুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১ থিষলনীকীয় ২:১৩; ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭; ১ করিন্থীয় ১২:৩; ১ যোহন ৪:৬; ১ যোহন ৫:৭; দ্বি. বি. ১৮:২১-২২; ১ রাজাবলি ২২:২৮; যির ২৮:৯; যিহিষ্কেল ৩৩:৩৩।

ধারা ৬ - প্রামাণিক এবং প্রক্ষিপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে পার্থক্য

পবিত্র পুস্তকগুলি (ক্যানোনিকাল) থেকে প্রক্ষিপ্ত (অ্যাপোক্রিফাল) পুস্তকগুলির মধ্যে আমরা পার্থক্য করে থাকি। প্রক্ষিপ্ত

পুস্তকগুলি এদ্রাসের তৃতীয় পুস্তক; তোবিয়াস, জুডিথ, উইশডম, জিসাস সাইরাথ, বারুচ, ইষ্টের পুস্তকের পরিশিষ্ট, অগ্নিকুন্ডের মধ্যে তিনজনের সংগীত, সুসান্নার ইতিহাস, বেল এবং ড্রাগন, ম্যানাসেস-এর প্রার্থনা, এবং মেক্কাবিস-এর দুটি পুস্তক। মণ্ডলী এ সব পুস্তক পাঠ করতে পারে এবং যতক্ষণ প্রামাণ্য পুস্তকের বিরোধী না-হয়, মণ্ডলী তার নির্দেশাবলি গ্রহণও করতে পারে; কিন্তু সেগুলি এই ধরনের শক্তি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং ফলপ্রদ নয়, কারণ সেগুলি থেকে আমরা কোনো ধরনের বিশ্বাসের বা খ্রীস্টধর্মের নিশ্চয়তার পরিচয় পাই না।

ধারা ৭ - পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের বিশ্বাসের একমাত্র নিয়ন্তা হবার মতো সক্ষমতা আছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই পরিপূর্ণভাবে আধারিত, এবং পরিত্রাণের জন্য মানুষকে যা বিশ্বাস করতে হবে, এর মধ্যে তা পর্যাপ্তভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারণ, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যে-ধরনের উপাসনা চান, সেগুলি এর মধ্যে বিশদভাবে লেখা আছে। প্রেরিতশিষ্য পৌল যেমন বলেছেন, স্বর্গাগত কোনো ঈশ্বরদূত হলেও, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যে এখন আমাদের যে-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার বিপরীত শিক্ষা কেউ দিলে তা হবে অবৈধ শিক্ষা। কারণ এতে কিছু সংযুক্ত করা বা ঈশ্বরের বাক্য থেকে কিছু হরণ করা নিষিদ্ধ হওয়ায়, স্পষ্টতই বাক্য থেকে প্রতীয়মান যে, এর মতবাদ সবচেয়ে নিখুঁত এবং সর্বাংশে পূর্ণাঙ্গ।

মানুষ যতই পবিত্র হোক, মানুষের লেখা সেই সব শাস্ত্রবাক্যকে কখনই সমান মূল্য দিই না, অথবা, রীতিনীতি, বা বিশাল জনতা, বা প্রাচীনতা, বা সময় ও ব্যক্তির পর্যায়, বা পরিষদ, অনুশাসন, বা সংবিধিকে আমরা ঐশ্বরিক সত্যের সঙ্গে একই মূল্য দিয়ে থাকি না। কারণ সত্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কারণ সকল মানুষই মিথ্যাবাদী এবং অসারের চেয়েও বেশি অসার। তার সবকিছুই বর্জন করি, যেমন প্রেরিতশিষ্যরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, 'সব আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না; বরং তারা ঈশ্বর থেকে আগত কি না, জানার জন্য তাদের পরীক্ষা কোরো।' একইভাবে, 'কেউ যদি এই শিক্ষা না নিয়েই তোমার কাছে আসে, তাকে তোমার গৃহে স্থান দিয়ো না বা স্বাগত জানিয়ো না।'

২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭; ১ পিতর ১:১০-১২; ১ করিন্থীয় ১৫:২; ১ তীমথিয় ১:৩; দ্বি. বি. ৪:২; হিতোপদেশ ৩০:৬; প্রেরিত ২৬:২২; ১ করিন্থীয় ৪:৬; প্রকাশিত ২২:১৮-১৯; গীতসংহিতা ১৯:৭; যোহন ১৫:১৫ প্রেরিত ১৮:২৮; ২০:২৭; রোমীয় ১৫:৪ মার্ক ৭:৭-৯; প্রেরিত ৪:১৯; কলসীয় ২:৮; ১ যোহন ২:১৯; দ্বি. বি. ৪:৫-৬; যিশাইয় ১:২০; ১ করিন্থীয় ৩:১১; ইফিষীয় ৪:৪-৬; ২ থিষলনীকীয় ২:২; ২ তীমথিয় ৩:১৪-১৫।

ধারা ৮- ঈশ্বর মূলত এক, তবু তিনি তিন সত্তাবিশিষ্ট

এই সত্য এবং এই ঐশ্বরিক বাক্য অনুসারে, আমরা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি মূলত এক, যাঁর মধ্যে তিনটি সত্তা বিদ্যমান, জানা-অসাধ্য তাদের গুণ অনুসারে যা প্রকৃতপক্ষে, সত্যসত্যই এবং চিরন্তনভাবে বিশিষ্ট যথা, পিতা, এবং পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা, দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত বস্তুর হেতু, মূল এবং সূচনা হলেন পিতা, পুত্র হলেন বাক্য, প্রজ্ঞা এবং পিতার প্রতিমূর্তি; পবিত্র আত্মা হলেন চিরন্তন পরাক্রম ও শক্তি - পিতা এবং পুত্র থেকে যা উদ্ভূত। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর এই তিন সত্তায় বিভক্ত নন, কারণ পবিত্র শাস্ত্রবাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পিতা- পুত্র এবং পবিত্র আত্মা - এই তিনের মধ্যেই ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে, তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে; তাঁদের গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু এই তিন ব্যক্তিরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নন।

এই কারণে, প্রতীয়মান যে, পিতা পুত্র নন, পুত্রও পিতা নন, এবং একইভাবে পবিত্র আত্মা - পিতা বা পুত্র নন। তা সত্ত্বেও, এই তিন ব্যক্তিরূপ বিভাজিত নয়, আবার পরস্পরের মধ্যে মিশ্রিতও নয়; কারণ পিতা বা পবিত্র আত্মা দেহ ধারণ করেননি, দেহায়িত হয়েছিলেন একমাত্র পুত্র। পিতা কখনও তাঁর পুত্র বা পবিত্র আত্মা ছাড়া থাকেননি। কারণ তাঁরা সকলেই যুক্তভাবে-চিরন্তন এবং যুক্তভাবে - অপরিহার্য। সেখানে প্রথম বা শেষ বলে কিছু নেই; কারণ তাঁরা সকলেই তিনে মিলে সত্যে, পরাক্রমে, মাধুর্যে, এবং করুণায় এক।

১ করিন্থীয় ৮:-৬; মথি ৩:১৬-১৭; ২৮:১৯; ইফিষীয় ৩:১৪-১৫; হিতোপদেশ ৮:২২-৩১; যোহন ১:১৪; যোহন ৫:১৭-২৬; ১ করিন্থীয় ১:২৪; কলসীয় ১:১৫-২০; ইব্রীয় ১:৩; প্রকাশিত ১৯:১৩; যোহন ১৫:২৬; মীখা ৫:২; যোহন ১:১-২।

ধারা ৯ - পূর্বের ধারায় উল্লিখিত এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিরূপের প্রমাণ

পবিত্র রচনার সাক্ষ্য থেকে আমরা সকলেই এ কথা জানি, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের সাক্ষ্য আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে শিক্ষা দিয়েছে যে, এই পবিত্র ত্রিত্বের কথা পুরাতন নিয়মের বহু স্থানে লিখিত আছে, যা বিচারবুদ্ধি দিয়ে পৃথক করে পর পর উল্লেখ করা খুব প্রয়োজনীয় নয়।

আদিপুস্তক ১২৬,২৭ পদে ঈশ্বর বলেছেন, ''আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি'' ... ইত্যাদি। তাই ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে, তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন। আদিপুস্তক ৩২২ - ''দেখ, মনুষ্য সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল,'' ''আমরা আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি'' - এই বাক্য থেকে মনে হয়, ঈশ্বরত্বের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি-রূপ রয়েছে। এবং তিনি যখন বলেন, ''ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন'' – তিনি একত্বের কথাই বলেন। এ কথা সত্য, সেখানে কতকগুলি ব্যক্তিরূপ আছেন, তিনি তা বলেননি, কিন্তু পুরাতন নিয়মে যা কিছুটা অস্পষ্ট, নূতন নিয়মে তা সুস্পষ্ট। কারণ আমাদের প্রভু যখন জর্ডন নদীতে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, পিতার স্বর শোনা গিয়েছিল; তিনি বলেছিলেন, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র।' পুত্রকে দেখা গিয়েছিল জলের মধ্যে; এবং পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে নেমে এসেছিলেন। সকল বিশ্বাসীর বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে খ্রীস্টও একই ধরনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পিতা, এবং পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার নামে সকল জাতিকে বাপ্তাইজিত কর। লুকের সুসমাচারে দেখি, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মরিয়মকে 'আমাদের প্রভুর মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।' একইভাবে: আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ, এবং ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার সান্নিধ্য তোমাদের সঙ্গে থাকুক। এবং স্বর্গে একই তিন জনের নাম নথিভুক্ত - পিতা, বাক্য এবং পবিত্র আত্মা, ও এই তিনে মিলে এক।

এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, একের আধারে তিন ব্যক্তি-রূপের সমাবেশ ঘটেছে। অবশ্য, এই মতবাদ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীতে। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বরের বাক্যের কারণে আমরা এই মতবাদ বিশ্বাস করি, কিন্তু এখন থেকে আমরা প্রত্যাশা করব যে, এর নিখুঁত জ্ঞান আমরা উপভোগ করব ও স্বর্গে এর সুবিধার অধিকারী হব।

আরও, আমাদের প্রতি এই তিন ব্যক্তি-রূপের কাজ ও কর্মপ্রণালী আমরা লক্ষ করব। পিতা তাঁর ক্ষমতাবলে আমাদের স্রষ্টা; পুত্র, তাঁর রক্তের গুণে আমাদের পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা; পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করে আমাদের শুচিশুদ্ধ করেন। তিনি আমাদের বিশোধনকারী।

ইহুদি, ইসলাম ধর্ম, এবং কিছু ভ্রান্ত খ্রীষ্টান ও কিছু প্রচলিত ধর্মমত বিরুদ্ধ সম্প্রদায়, যেমন, মারসিয়ন, মেনেস, গ্র্যাক্সিয়াস, সাবেলিয়াস, সামোশেটিনাস, এরিয়াস, এবং এইরকম বেশ কিছু, যাদের অর্থডক্স ফাদাররা সঠিকভাবেই বাতিল করেছিলেন – পবিত্র ত্রিত্ব মতবাদ সম্পর্কে এরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করলেও প্রেরিতশিষ্যদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃত মণ্ডলী ত্রিত্ব মতবাদকে সমর্থন করেছে এবং বজায় রেখে চলেছে।

তাই, এই ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ধর্মবিশ্বাস, যথা প্রেরিতশিষ্যদের, নিসিয়া-র এবং অ্যাথানানিয়াস মতবাদকে সানন্দে গ্রহণ করেছি। একইভাবে, যা উপযোগী বলে মনে হয়েছে, প্রাচীন কালের পিতৃসমাজ তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

১ যোহন ১৪:১৬; যোহন ১৫:২৬; প্রেরিত. ২:৩২-৩৩; রোমীয় ৮:৯; গালাতীয় ৪:৬; তীত ৩:৪-৬; ১ পিতর ১:২; ১ যোহন ৪:১৩-১৪; ৫:১-১২;যিহূদা ২০-২১; প্রকাশিতবাক্য ১:৪-৫; মথি ৩:১৬।

ধারা ১০ - যীশু খ্রীস্ট প্রকৃত এবং চিরন্তন ঈশ্বর

আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু খ্রীস্ট তাঁর স্বর্গীয় প্রকৃতি অনুসারে একজাত ঈশ্বর-পুত্র, অনন্ত থেকে জাত, নির্মিত বা সৃষ্ট নন (সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন একজন প্রাণী)। কিন্তু পিতার সঙ্গে একইভাবে অপরিহার্য ও অনন্তকালীন, তাঁর ব্যক্তি-রূপের হুবহু প্রতিমূর্তি, এবং তাঁর মহিমার উজ্জ্বল দীপ্তি, সর্ববিষয়ে পিতার সমরূপ। শুধু আমাদের প্রকৃতি গ্রহণ করার সময় থেকে নয়, অনন্তকাল ধরেই তিনি ঈশ্বরের পুত্র। এই সব সাক্ষ্য একত্রে তুলনা করলে, আমরা এই শিক্ষাই পাই। মোশি বলেছেন, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন; এবং যোহন বলেছেন, সব কিছুই বাক্যের দ্বারা রচিত হয়েছে, যাকে তিনি বলেছেন, ঈশ্বর। এবং প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারা সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেছেন। একইভাবে, ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টের দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই, আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যিনি ঈশ্বর, বাক্য, পুত্র, এবং যীশু খ্রীস্ট নামে অভিহিত, যখন সমস্ত বস্তু তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তিনি অস্তিমান ছিলেন। তাই ভাববাদী মীখা বলেছেন তাঁর প্রকাশ প্রাচীন কাল, অনন্তকাল থেকে। এবং প্রেরিতশিষ্য বলেছেন; তাঁর আয়ুর আদি, কি জীবনের অন্ত নেই। তাই তিনি সত্য, চিরন্তন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমরা যাঁর কাছে মিনতি করি, যাঁর আরাধনা ও সেবা করি।

মথি ১৭:৫ যোহন ১:১৪; ১:১৮; ৩:১৬; ১৪:১-১৪; ২০:১৭; ২০:৩১; রোমীয় ১:৪; গালাতীয় ৪:৪; ইব্রীয়

১:২ যোহন ৫:১৮; ৫:২৩; ১০:৩০; ১৪:৯; ২০:২৮; রোমীয় ৯:৫; ফিলিপীয় ২:৬; কলসীয় ১:১৫; তীত ২:১৩; যোহন ৮:৫৮; ১৭:৫; ইব্রীয় ১৩:৮; আদি ১:১; যোহন ১:১-৩; ইব্রীয় ১:২; ১ করিন্থীয় ৮:৬; কলসীয় ১:১৬।

ধারা ১১ - পবিত্র আত্মা, সত্য এবং চিরন্তন ঈশ্বর

আমরা বিশ্বাস করি, এবং স্বীকারও করি যে, অনন্তকাল থেকে পবিত্র আত্মা পিতা এবং পুত্র থেকে উদ্ভুত, এবং সেই কারণে পবিত্র আত্মা নির্মিত, সৃষ্ট বা জাত নন, কিন্তু তিনি কেবল দুই সত্তা থেকে উদ্ভূত; যিনি ক্রম অনুযায়ী ত্রিত্বের তৃতীয় সত্তা; পিতা এবং পুত্রের সঙ্গে একই নির্যাস, মর্যাদা এবং মহিমায় অন্বিত। এবং সেই কারণে পবিত্র শাস্ত্রবাক্যের শিক্ষানুসারে, তিনি সত্য এবং চিরন্তন ঈশ্বর।

যোহন ১৪:১৫-২৬; ১৫:২৬; রোমীয় ৮:৯; আদি ১:২; মথি ২৮:১৯; প্রেরিত ৫:৩-৪; ১ করিন্থীয় ২:১০; ৩:১৬; ৬:১১; ১ যোহন ৫:৭।

ধারা ১২ - সৃষ্টি

আমরা বিশ্বাস করি যে, পিতা, বাক্য অর্থাৎ তাঁর পুত্রের দ্বারা নাস্তি থেকে আকাশ পৃথিবী এবং সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন; সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে উত্তম বলে মনে হল; প্রত্যেক প্রাণীকে দিলেন আকার, ধরন এবং তার সৃষ্টিকর্তার সেবার জন্য বিভিন্ন কাজ। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান ও অসীম ক্ষমতা বলে মানব সেবার জন্য তিনি তাদের পক্ষ অবলম্বন ও নিয়ন্ত্রণ করেন, যেন পরিশেষে মানুষ তার ঈশ্বরের সেবা করতে পারে।

তাঁর বার্তাবহ হবার এবং তাঁর মনোনীতদের পরিচর্যা করার জন্য তিনি স্বর্গদূতদেরও সৃষ্টি করেছেন; ঈশ্বর তাদের যে উৎকৃষ্টতায় সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই উৎকৃষ্টতা থেকে অনন্ত নরকবাসে পতিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অন্যরা অটল থেকেছে, এবং তাদের আদিম অবস্থা বজায় রেখেছে। দিয়াবল এবং মন্দ আত্মারা এতই কলুষিত যে, তারা ঈশ্বরের এবং শুভ সবকিছুর শত্রু; হত্যাকারীর মতো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে মণ্ডলী এবং তার প্রত্যেক সভ্যকে ধ্বংস করার জন্য লক্ষ্যস্থির করে আছে। তাদের ধ্বংসাত্মক কৌশল, তাদের নিজস্ব দুষ্টতার জন্য বিচারে তাদের অনন্ত নরকভোগের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন তারা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগের আশঙ্কায় রয়েছে।

তাই, আমরা সদ্দূকীদের ভ্রান্তিকে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণাভরে পরিহার করি, যারা আত্মা এবং স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং সেই সব অজ্ঞাবাদীকে অস্বীকার করি যারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, অপদেবতারা স্বয়ম্ভু, এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট – তারা কলুষিত হয়নি।

আদি ১:১; ২:৩; যিশাইয় ১০:২৬; যিরমিয় ৩২:১৭; কলসীয় ১:১৫-১৬; ১ তীমথিয় ৪:৩; ইব্রীয় ১১:৩; প্রকাশিত ৪:১১; গীতসংহিতা ১০৩:২০-২১; মথি ৪:১১; ইব্রীয় ১:১৪; যোহন ৮:৪৪; ২ পিতর ২:৪; যিহূদা ৬ আদি ৩:১-৫; ১ পিতর ৫:৮; ইফিষীয় ৬:১২; প্রকাশিত ১২:৪; ১২:১৩-১৭; ২০:৭-৯; মথি ৮:২৯; মথি ২৫:৪১; প্রকাশিতবাক্য ২০:১০; প্রেরিত. ২৩:৮।

ধারা ১৩ - স্বর্গীয় সদয় তত্ত্বাবধান

আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করার পর এই একই ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেননি বা ভবিষ্যৎ বা আকস্মিকতার উপর সমর্পণ করেননি। কিন্তু এ পৃথিবীতে তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কিছুই ঘটে না, জানাবার জন্য তিনি তাঁর পবিত্র ইচ্ছানুসারে তাদের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। সাধিত পাপের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না। কারণ তাঁর পরাক্রম ও মাধুর্য এতই মহান এবং বোধাতীত যে, সর্বোৎকৃষ্ট ও ন্যায় পদ্ধতিতে তিনি আদেশ এবং তাঁর কাজকে বলবৎ করেন, এমনকী যখন অপদেবতা এবং দুষ্ট লোকেরা অন্যায় কাজ করে চলে। এবং তিনি আমাদের বোধাতীত যে-কাজ করেন, আমাদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কৌতুহলবশে পিতার কাছে তার সন্ধান করব না কিন্তু চরম নম্রতা ও শ্রদ্ধাসহ ঈশ্বরের ধর্মময় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব, যা আমাদের কাছ থেকে লুকানো আছে এবং আমরা এই ভেবে পরিতৃপ্তি লাভ করব যে, আমরা খ্রীস্টের শিষ্য ও এই সব সীমানা লঙ্ঘন না-করে আমরা সেই সব বিষয় শিক্ষা করব, যা তিনি তাঁর বাক্যে প্রকাশ করেছেন।

এই মতবাদ আমাদের অনির্বচনীয় সান্ত্বনা দান করে, কারণ এখানে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে না। আমাদের মহান, স্বর্গীয় পিতা, যিনি আমাদের পিতৃসুলভ তত্ত্বাবধান করে থাকেন, তাঁর

নির্দেশেই সবকিছু ঘটে। তিনি তাঁর ক্ষমতার অধীনে সমস্ত সৃষ্টিকে এমনভাবে রাখেন যে, আমাদের মাথার একটি চুলও (কারণ সেগুলির সংখ্যা গণনা করা আছে), একটি ঘুঘুও আমাদের পিতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে মাটিতে পড়তে পারে না। সেই পিতার উপরই আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা। আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, তিনি শয়তান এবং আমাদের শত্রুর লাগাম এমনভাবে টেনে ধরেন যে, তাঁর ইচ্ছা এবং অনুমতি ব্যতীত, তারা আমাদের ক্ষতি করতে পারে না।

তাই এপিকিউরিয়ানদের ক্ষতিকারক ভ্রান্তিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি, যারা বলে, ঈশ্বর কোনো কিছুকেই অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না, কিন্তু সবকিছুই তিনি আকস্মিকতার হাতে সমর্পণ করেছেন।

যোহন ৫:১৭; ইব্রীয় ১:৩; গীতসংহিতা ১১৫:৩; হিতোপদেশ ১৬:১; ১৬:৯; ১৬:৩৩; ২১:১; ইফিষীয় ১:১১-১২; যাকোব ৪:১৩-১৫; ১:১৩; ১ যোহন ২:১৬; ইয়োব ১:২১; যিশাইয় ১০:৫; ১৫:৭; আমোষ ৩:৬; প্রেরিত ২:২৩; ৪:২৭-২৮; ১ রাজাবলি ২২:১৯-২৩; রোমীয় ১:২৮; ২ থিষলনীকীয় ২:১১; দ্বি. বি. ২৯:২৯; ১ করিন্থীয় ৪:৬; আদি ৪৫:৮; ৫০:২০; ২ শমূয়েল ১৬:১০ রোমীয় ৮:২৮; ৮:৩৮-৩৯।

ধারা ১৪ - সৃষ্টি এবং মানুষের পতন; যা সত্যই উত্তম, তা সাধন করার তাঁর অক্ষমতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর ধূলি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; তাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে, উত্তম, ধার্মিক, এবং পবিত্র, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে সক্ষম করে তাকে নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সেই মানুষ তা বুঝল না, তার উৎকৃষ্টতাও জানল না, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেকে পাপের অধীনে নিয়ে এল এবং শয়তানের বাক্যে কর্ণপাত করে, পরিমাণে মৃত্যু ও অভিশাপের ভাগিদার হল। কারণ জীবনের যে-আজ্ঞা সে করেছিল, সে লঙ্ঘন করল; এবং পাপের দ্বারা সে নিজেকে তার প্রকৃত জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল; তার সমস্ত প্রকৃতি কলুষিত হল, যার দ্বারা সে নিজেই শারীরিক ও আত্মিক মৃত্যুর জন্য দায়ী হল। এইভাবে দুষ্ট প্রকৃতির, বিকৃতমনা এবং তার সর্বক্ষেত্রই কলুষিত হয়ে সে তার উৎকৃষ্ট দানগুলি হারিয়ে ফেলল, যা সে ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছিল, এবং সামান্য কিছু অবশিষ্ট পড়ে রইল, যার মানুষের অজুহাত দেখাবার পথ রইল না; কারণ আমাদের মধ্যে যে-আলো আছে, তা অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় অন্ধকারের মধ্যে আলো বিচ্ছুরিত হয়, এবং অন্ধকার তা বুঝতে পারল না। এখানে সন্ত যোহন মানুষকে অন্ধকার বলে অভিহিত করেছেন।

তাই, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী যে সমস্ত শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়েছে, আমরা সে-সব প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ মানুষ পাপের দাস ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং স্বর্গ থেকে দেওয়া না-হলে, মানুষের নিজস্ব কিছুই নেই। কে গর্ভভরে বলতে পারে যে, সে যে-কোনো ভালো কাজ করতে পারে! খ্রীষ্ট তো বলেছেন, 'পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না। কে নিজের ইচ্ছার মহিমা কীর্তন করবে? কে বুঝতে পারে যে-জাগতিক মনোভাব ঈশ্বর-বিরোধী মনোভাব? কে তার জ্ঞানের কথা বলতে পারে, কারণ প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মা যেসব বিষয় দান করেন, তা লাভ করতে পারে না? সংক্ষেপে বলা যায়, কে এমন চিন্তার কথা বলতে সাহস করবে, কারণ সে জানে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করার মতো উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ততা আছে ঈশ্বরের মধ্যে।

তাই প্রেরিতশিষ্যরা শিক্ষাকে আমাদের নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে: ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাসাধন ও সন্তুষ্টির জন্য আমাদের মধ্যে কাজ করেন। খ্রীষ্ট যখন বলেন ও শিক্ষা দেন-আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না, এই ঐশ্বরিক ইচ্ছা ও বোধের অনুরূপ অন্য কোনো ইচ্ছা ও বোধ নেই।

আদি ২:৭; ৩:১৯; উপদেশক ১২:৭ আদি ১:২৬-২৭; ইফিষীয় ৪:২৪; কলসীয় ৩:১০; আদি ৩:১৬-১৯; রোমীয় ৫:১২; আদি ২:১৭ ইফিষীয় ২:১; ৪:১৮; গীতসংহিতা ৯৪:১১; রোমীয় ৩:১০; রোমীয় ৮:৬; ১:২০-২১; ইফিষীয় ৫:৮।

ধারা ১৫ - আদিম পাপ

আমরা বিশ্বাস করি, আদমের অবাধ্যতার মাধ্যমে আদিম পাপ সমস্ত মানবজাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে; যা সমস্ত প্রকৃতিকে দূষিত করেছে, এবং যা একটি বংশানুক্রমিক রোগ, যার দ্বারা শিশুরা মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই সংক্রামিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে পাপের মূল থাকায় মানুষের মধ্যে সমস্ত রকম পাপের জন্ম দিয়েছে, এবং সেই কারণে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা এত জঘন্য ও ঘৃণ্য যে, তা সমস্ত মানবজাতিকে শাস্তিদানের পক্ষে যথেষ্ট। কোনো কিছুর দ্বারা একে মুছে ফেলা যায় না, বা বাপ্তিস্মের দ্বারা অপহৃত হয় না। কারণ ঝরণা থেকে যেমন জল প্রবাহিত হয়, তেমনই পাপ সর্বদা এই দুঃখজনক উৎস থেকে জন্মলাভ করে। ঈশ্বর-সন্তানদের শাস্তির উদ্দেশ্যে তা আরোপিত হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণায় তা মার্জনা

লাভ করে। ঈশ্বর-সন্তানরা যে পাপের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বিশ্রামলাভ করবে, তা নয়, কিন্তু কলুষিত অবস্থার এই বোধ তাদের লজ্জিত করবে, এবং এই মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে ইচ্ছুক হবে।

এই কারণে আমরা পেলাজিত্যানদের ভ্রান্তিকে বর্জন করি যারা বলে যে, পাপ কেবল অনুকরণ থেকেই উদ্ভূত হয়।

রোমীয় ৫:১২-১৪; ৫:১৯; ৩:১০; ইয়োব ১৪:৪; গীতসংহিতা ৫১:৫; যোহন ৩:৬; ইফিষীয় ২:৩; রোমীয় ৭:১৮-১৯; ইফিষীয় ২:৪-৫।

ধারা ১৬ - অনন্তকালীন নির্বাচন

আমরা বিশ্বাস করি, আদমের সমস্ত বংশধারা এইভাবে নরকে পতিত হয়েছিল এবং আমাদের প্রথম পিতা-মাতার পাপের জন্য ধ্বংস হয়েছিল। এর পর ঈশ্বর তিনি যেমন, সেইভাবে নিজেকে প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ করুণাময় ও ধার্মিকরূপে। করুণাময়-কারণ তাঁর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় মন্ত্রণায় তিনি যাদের এই নরকবাস থেকে মুক্ত ও সংরক্ষণ করেছেন, তাদের সকলকে তিনি তাদের কর্মনির্বিশেষে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে নির্বাচন করেছেন; ন্যায়পরায়ণ- কারণ অন্যদের তিনি পতন ও নরকবাসের মধ্যেই ত্যাগ করেছেন।

রোমীয় ৩:১২; যোহন ৬:৩৭; ৬:৪৪; ১০:৪৪; ১০:২৯; ১৭:২; ১৭:৯; ১৭:১২; যোহন ১৮:৯; ১ শমূয়েল ১২:২২; গীতসংহিতা ৬৫:৪; প্রেরিত ১৩:৪৮; রোমীয় ১১:৫; তীত ১:১; যোহন ১৫:১৬; ১৫:১৯; রোমীয় ৮:২৯ ইফিষীয় ১:৪-৫; মালাখী ১:২-৩; রোমীয় ৯:১১-১৩; ২ তীমথিয় ১:৯; তীত ৩:৪-৫; রোমীয় ৯:১৯-২২; ১ পিতর ২:৮।

ধারা ১৭- পতিত মানবের পুনরুদ্ধার

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের মহাকরুণাময় ঈশ্বর, তাঁর প্রশংসনীয় বিজ্ঞতা ও দয়ার গুণে, মানুষ নিজেকে সময়গত ও অনন্ত মৃত্যুতে নিক্ষেপ করেছে ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে দেখে তার সন্ধান ও সান্ত্বনা দান করতে সানন্দে এগিয়ে এলেন এবং মানুষ যখন তাঁর উপস্থিতি থেকে সভয়ে কম্পিত মনে পালাতে চাইছে; তিনি তাঁর পুত্রকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন যিনি সর্পের মস্তক চূর্ণ করার জন্য এক মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করবেন এবং এই ঘটনা তাঁকে সুখী করবে।

আদি ৩:৯; ২২:১৮; যিশাইয় ১:১৪; যোহন ১:১৪; ৫:৪৬; ৭:৪২; প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩; রোমীয় ১:২-৩; গালাতীয় ৩:১৬।

ধারা ১৮- যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপেধারণ/দেহায়ন

তাই, আমরা স্বীকার করছি যে, ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখে, পিতৃপুরুষদের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর নির্ধারিত সময়ে, তাঁর নিজস্ব, একজাত ও চিরন্তন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন, যিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন, ও মানুষের রূপ ও প্রকৃত মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করলেন, পাপ ব্যতীত মানুষের সকল দুর্বলতা নিয়ে, পুরুষের সহায়তা ব্যতীত পবিত্র আত্মার শক্তিতে আশীর্বাদধন্য কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিলেন। দৈহিকভাবে তিনি শুধু মানবিক প্রকৃতিই গ্রহণ করলেন না, এবং যেন প্রকৃত মানব হয়ে উঠতে পারেন, এ জন্য প্রকৃত মানুষের আত্মাও গ্রহণ করলেন। যেহেতু, আত্মা ও দেহ হারিয়ে গিয়েছিল, তাই আত্মা ও দেহ-উভয়কেই রক্ষা করার জন্য, এই দুটিই তাঁর নিজের উপর গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

সেই কারণে আমরা স্বীকার করি যে (অ্যানাব্যাপটিস্ট, যারা খ্রীস্টের তাঁর মাতৃগর্ভে মানবশরীর ধারণকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে), খ্রীস্ট সন্তানদের রক্ত-মাংসের অংশভাগী হয়েছিলেন; দৈহিকভাবে তিনি দাউদের বংশজাত ছিলেন; মাংস অনুসারে তিনি দাউদের বীজ; কুমারী মরিয়মের গর্ভের ফল; স্ত্রীলোকজাত, দাউদের শাখা; যিশয়ের মূলের অঙ্কুর; যিহূদা গোষ্ঠী থেকে উত্থিত; মাংস অনুসারে তিনি অব্রাহামের বীজের, ইহুদি বংশে জাত, তিনি অব্রাহামের বংশে জন্মেছিলেন, এবং পাপ ছাড়া, সর্ববিষয়ে তাঁর ভ্রাতাদের সমতুল্য হয়েছিলেন; যেন সত্যে তিনি আমাদের ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর।

আদি ২৬:৪; ২ শমূয়েল ৭:১২-১৬; গীতসংহিতা ১৩২:১১; লূক ১:৫৫; প্রেরিত ১৩:২৩; গালাতীয় ৪:৪; ১ তীমথিয় ২:৫; ৩:১৬; ইব্রীয় ২:১৪; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ইব্রীয় ৭:২৬; ১ পিতর ২:২২; মথি ১:১৮; লূক ১:৩৫;

ধারা ১৯- খ্রীষ্টের ব্যক্তিরূপের মধ্যে দুটি প্রকৃতির মিলন এবং স্বাতন্ত্র্য।

আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারণার দ্বারা পুত্রের ব্যক্তিরূপ মানবিক প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত ও মিলিত, যেন ঈশ্বরের দুই পুত্র নয়, দুই ব্যক্তি নয়, কিন্তু এক একক ব্যক্তিত্বে দুটি ব্যক্তিরূপ মিলিত হয়েছে তবু ওই দুটি প্রকৃতিতেই তার নিজস্ব স্বতন্ত্র গুণগুলি বজায় আছে। স্বর্গীয় প্রকৃতি যেমন সর্বদা সৃষ্টিহীন অবস্থায় আছে, দিনের শুরু বা জীবনের সমাপ্তি ছাড়াই, স্বর্গ ও মর্ত্যকে পূর্ণ করছে, সেই সঙ্গে আছে অবিকৃত মানবিক প্রকৃতি, সেইভাবে মানবিক প্রকৃতি তার গুণগুলি হারায়নি, কিন্তু একটি প্রাণী থাকা অবস্থায়, সসীম প্রকৃতি হয়ে, প্রকৃত দেহের সমস্ত গুণাবলি বজায় আছে। যদিও পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি সেই দেহকে অমরত্ব দিয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাননি। কারণ আমাদের পরিত্রাণ ও পুনরুত্থান তাঁর দেহের বাস্তবতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই দুটি প্রকৃতি এত নিবিড়ভাবে একই ব্যক্তিরূপে জড়িত যে, তাঁর মৃত্যুতেও তাদের বিচ্ছেদ ঘটেনি। তাই, মৃত্যুকালে, তিনি যখন তাঁর প্রাণকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন, তা ছিল বাস্তবিক মানবিক প্রাণ, যা তাঁর দেহত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই একই সময়ে, স্বর্গীয় প্রকৃতি সর্বদা মানবের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ছিল; এমনকী যখন তিনি সমাহিত হয়েছিলেন, তখনও তা বজায় ছিল। তখনও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব বিরাজ করছিল। তাঁর শৈশবেও এই ঈশ্বরত্ব তাঁর ছিল, যদিও খুব স্পষ্টভাবে তখন তা প্রকাশলাভ করেনি। আমরা তাই স্বীকার করছি যে, তিনি যথার্থই ঈশ্বর এবং যথার্থ মানব: মৃত্যুকে জয় করার শক্তিতে তিনি যথার্থ ঈশ্বর; এবং এই জন্য যথার্থ মানব যে, শারীরিক বৈকল্য হেতু আমাদের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

লূক ২৪:৩৯; যোহন ২০:২৫; প্রেরিত ১:৩; ১:১১; ৩:২১; ইব্রীয় ২:৯; ১ করিন্থীয় ১৫:২১; ফিলিপীয় ৩:২১; মথি ২৭:৫০; রোমীয় ১:৪।

ধারা ২০- ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াকে প্রকাশ করেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর, যিনি সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পরায়ণ ও দয়াপূর্ণ, যে-প্রকৃতির মধ্যে অবাধ্যতা ঘটেছিল, সেই প্রকৃতি গ্রহণ করার জন্য তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন; তিক্ত দুঃখভোগ ও মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের শাস্তি নিজের উপর তুলে নেবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর যখন আমাদের অপরাধ নিজের উপর তুলে নিলেন, তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁর ন্যায়পরায়ণা প্রকাশ করলেন, এবং আমাদের উপর তাঁর দয়া ও মাধুর্য বর্ষণ করলেন। তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমরা যেন অমরত্ব এবং শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি, এ জন্য তিনি আমরা, যারা অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য ছিলাম, তাঁর অবিমিশ্র ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমাদের জন্য মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ও আমাদের ধার্মিক পরিগণিত করার জন্য তাঁর পুত্রকে দান করলেন।

রোমীয় ৮:৩; ইব্রীয় ২:১৪; রোমীয় ৩:২৫-২৬; রোমীয় ৮:৩২; ৪:২৫।

ধারা ২১- আমাদের জন্য, আমাদের একমাত্র মহাযাজক, খ্রীষ্টের পরিতৃপ্তি

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভাববাদীরা যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই মতো, মল্কিষেদকের পর্যায়ের পর, চিরকালীন এক মহাযাজক হবার জন্য যীশু খ্রীস্ট এক শপথসহ অভিষিক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পূর্ণ পরিতৃপ্তির দ্বারা পিতার রোষকে প্রশমিত করতে ক্রুশকাঠের উপর আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং আমাদেরই পাপমোচনের জন্য তাঁর বহুমূল্য রক্তসেচন করে আমাদেরই পক্ষ থেকে তিনি পিতার সামনে নিজেকে উপস্থিত করেছেন। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে: আমাদের অপরাধের জন্য তিনি আহত হয়েছিলেন, আমাদের অপরাধের জন্য তিনি চূর্ণ হলেন আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁরই উপর বর্তেছিল এবং তাঁর ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল, তিনি ঘাতকের সামনে মেষশিশুর মতো নীত হয়েছিলেন এবং তিনি অপরাধীদের মধ্যবর্তী হয়েছিলেন; পন্তীয় পীলাত প্রথমে তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেও তাঁকে দণ্ডার্থ অপরাধীরূপে গণ্য করেছিলেন। ধার্মিক হয়েও তিনি অধার্মিকদের জন্য, আমাদের পাপের জন্য আমরা যে-শাস্তির যোগ্য হয়েছিলাম, তা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে দুঃখভোগ করলেন; তাঁর ঘাম রক্তের আকারে মাটিতে ঝরে পড়ল। ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ, বলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং আমাদেরই পাপমোচনের জন্য তিনি এ সব দুঃখভোগ করলেন। সেই কারণে আমরা সাধু পৌলের সঙ্গে একসুরে বলতে পারি, আমি খ্রীষ্ট ও পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে ছাড়া আর কিছুই জানি না; যা যা আমাদের লাভ ছিল, খ্রীষ্টের জন্য সেসব ক্ষতি বলে গণ্য করলাম; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমরা সব কিছুই ক্ষতি ও মলবৎ বলে গণ্য করছি এবং তাঁর ক্ষতর মধ্যে আমরা সবকিছুর সান্ত্বনা খুঁজে পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হবার জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ ব্যতীত আর কিছু পন্থা অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করার

প্রয়োজন নেই। তাঁর একবারের আত্মোৎসর্গের দ্বারা বিশ্বাসীরা চিরকালের জন্য বিশোধিত হয়েছে। এই কারণেও ঈশ্বরের দূত তাঁকে 'যীশু' অর্থাৎ পরিত্রাতা নামে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

গীতসংহিতা ১১০:৪; ইব্রীয় ৭:১৫-১৭; রোমীয় ৪:২৫; ৫:৮-৯; ৮:৩২; গালাতীয় ৩:১৩; কলসীয় ২:১৪; ইব্রীয় ২:৯; ২:১৭; ৯:১১-১৫; প্রেরিত ২:২৩; ফিলিপীয় ২:৮; ১ তীমথিয় ১:১৫; ইব্রীয় ৯:২২; ১ পিতর ১:১৮-১৯; ১ যোহন ১:৭; প্রকাশিত ৭:১৪; লূক ২৪:২৫-২৭; রোমীয় ৩:২১; ১ করিন্থীয় ১৫:৩; ১ পিতর ২:২৪; মার্ক ১৫:২৮; যোহন ১৮:৩৮; রোমীয় ৫:৬; গীতসংহিতা ২২:১৫; ইব্রীয় ৭:২৬-২৮; ৯:২৪-২৮; লূক ১:৩১; প্রেরিত ৪:১২।

ধারা ২২- যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহারহস্যের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে, পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে যে উজ্বল আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন তার সাহায্যে যীশু খ্রীষ্টকে আমরা তাঁর সকল গুণাবলিসহ গ্রহণ করি, উপযোজক করে তুলি এবং তাঁকে ছাড়া আর কিছুই সন্ধান করি না। আমাদের এ কথা মেনে নিতেই হবে যে, পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে নেই, অথবা যদি সকল বিষয় তাঁর মধ্যে থাকে, তা হলে যাঁরা বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁর খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিপূর্ণ পরিত্রাণ পেয়েছেন, তাই কেউ যদি দাবি করেন, খ্রীষ্ট যথেষ্ট নন, কিন্তু পরিত্রাতা হতে গেলে, তাঁর আরও বেশি কিছু গুণাবলির প্রয়োজন, তা হলে একে একান্তই ঈশ্বরনিন্দা বলে গণ্য করতে হবে; কারণ এখন তা হলে মেনে নিতে হবে যে, যীশু খ্রীষ্ট অর্ধ-পরিত্রাতা।

সেই কারণে আমরা পৌলের সুরে বলতে পারি, আমরা কেবল বিশ্বাসের, বা কর্মবিহীন বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি, একমাত্র বিশ্বাসই আমাদের ধার্মিক করেনি, কারণ বিশ্বাস কেবল একটি হাতিয়ার যার দ্বারা আমাদের ধার্মিকতা খ্রীষ্টকে বরণ করেছি। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যিনি তাঁর সমস্ত গুণ এবং আমাদের পরিবর্তে, আমাদের জন্য সাধিত তাঁর বহুবিধ পবিত্র কর্ম আমাদের উপর আরোপ করেছেন, তিনি আমাদের ধার্মিকতা এবং বিশ্বাস এমন একটি হাতিয়ার যা খ্রীষ্টের সকল সুযোগ-সুবিধাসহ আমাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে, যা, যখন তা আমাদের হয়ে ওঠে, তখন তা আমাদের সকল পাপ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

যোহন ১৬:১৪; ১ করিন্থীয় ২:১২; ইফিষীয় ১:১৭-১৮; যোহন ১৪:৬; প্রেরিত. ৪:১২; গালাতীয় ২:২১; গীতসংহিতা ৩২:১; মথি ১:২১; লূক ১:৭৭; প্রেরিত. ১৩:৩৮-৩৯; রোমীয় ৮:১; ৩:১৯-৪:৮; ১০:৪-১১; গালা ২:১৬; ফিলিপীয় ৩:৯; তীত ৩:৫; ১ করিন্থীয় ৪:৭ যিরমিয় ২৩:৬; মথি ২০:২৮; রোমীয় ৮:৩৩; ১ করিন্থীয় ১:৩০-৩১; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ১ যোহন ৪:১০।

ধারা ২৩- ধার্মিকতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু খ্রীষ্টের কারণে আমরা পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পরিত্রাণ পেয়েছি, এবং সেখানেই ঈশ্বর আমাদের ধার্মিক গণ্য করেছেন। ধার্মিকতাকে মানুষের সুখ বলে ঘোষণা করে দাউদ এবং পৌল আমাদের যেমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, কর্ম ছাড়াই ঈশ্বর তাঁর উপর ধার্মিকতা আরোপ করেছিলেন। এবং সেই একই প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, বিনামূল্যে তাঁরই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়।

এবং সেই কারণে আমরা সর্বদা এই ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, ঈশ্বরের মহিমাকে আরোপ করে, তাঁর সামনে নিজেদের নতনম্র করে এবং আমাদের আসল প্রকৃতিকে তাঁর কাছে স্বীকার করে, আমাদের কোনো কিছুর উপর আস্থাশীল না-হয়ে, অথবা আমাদের কোনো প্রকার গুণের উপর নির্ভর না-করে, শুধু ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতায় ও তাঁরই আশ্রয়ে, আমরা তাঁর কাছে আসি। আমাদের সকল দুর্বৃত্তিকে আবৃত করতে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার সাহস জোগাতে, ভীতির বোধ থেকে মুক্ত করতে, আমাদের প্রথম পিতার অনুসরণ না-করতে, যিনি ভীতির কারণে নিজেকে ডুমুর পাতা দিয়ে আবৃত করতে চেষ্টা করেছিলেন,– এ যথেষ্ট। এবং সত্য, আমরা যদি নিজেদের বা যত ছোটোই হোক, অন্য কোনো প্রাণীর উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের কাছে আসি, তা আমাদের গ্রাস করবে। তাই সকলকেই দাউদের মতো প্রার্থনা করতে হবে: হে প্রভু, তোমার দাসকে তুমি বিচারে নিয়ে এস না, কারণ তোমার দৃষ্টিতে কোনো জীবিত মানুষ ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে পারে না।

১ যোহন ২:১; ২ করিন্থীয় ৫:১৮-১৯; ইফিষীয় ২:৮; ১ তীমথিয় ২:৬; গীতসংহিতা ১১৫:১; প্রকাশিতবাক্য ৭:১০-১২; ১ করিন্থীয় ৪:৪; যাকোব ২:১০; প্রেরিত. ৪:১২; ইব্রীয় ১০:২০; রোমীয় ৪:২৩-২৫; আদি ৩:৭ সফনিয় ৩:১১; ইব্রীয় ৪:১৬; ১ যোহন ৪:১৭-১৯; লূক ১৬:১৫; ফিলিপীয় ৩:৪-৯।

ধারা ২৪—মানুষের পবিত্রীকরণ ও সৎকর্ম

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা আমাদের মধ্যে যে-বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তা নবায়িত করে এবং নতুন মানুষে পরিণত করে। মানুষ নতুন জীবন যাপন করতে পারে ও পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়। তাই, এ কথা অনেকটাই সত্য যে, এই পবিত্রীকৃত বিশ্বাস মানুষকে ধার্মিক ও পবিত্র জীবনে নিয়ে যায়; বিপরীত পক্ষে, এ ছাড়া তারা ঈশ্বর-প্রেমে কিছুই করতে পারবে না, তারা করবে আত্মপ্রেমে বা নরকযন্ত্রণা-ভোগের ভয়ে। তাই, এই পবিত্র বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ফলপ্রসূ হবে না, তা অসম্ভব; কারণ আমরা মিথ্যা বিশ্বাসের কথা বলি না, কিন্তু এমন এক বিশ্বাসের কথা বলি, যাকে শাস্ত্রে প্রেমের দ্বারা কার্যকর বিশ্বাস বলা হয়েছে, যা ঈশ্বরের বাক্যে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট কর্মানুশীলনের দিকে মানুষকে চালিত করে।

বিশ্বাসের শুভমূল থেকে উৎপাদিত এই কর্মগুলি শুভ ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সে-কারণে সে-সমস্ত তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা পবিত্রীকৃত; তবুও, আমাদের ধার্মিকগণ্য করার জন্য সেগুলি গ্রাহ্য নয়। কারণ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে; এমনকী সৎকর্ম করার পূর্বেও প্রতিপন্ন হয়েছি। অন্যথায়, সেগুলি সৎকর্ম হতে পারত না, কারণ গাছ নিজে ভালো হবার আগে থেকেই গাছের ফল ভালো হয়ে আছে।

তাই, আমরা সৎকর্ম করি, কিন্তু সেই কাজের দ্বারা আমরা প্রশংসা পাবার যোগ্য হয়ে উঠি না, আমাদের কৃত সৎকর্মের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদের কাছে নন। কারণ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তিনি আমাদের মধ্যে কর্মসাধন করেন। আমরা লিখিত শাস্ত্রবাক্যের দিকে দৃষ্টি দিই। ''সমস্ত আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমরাও বলিও আমার অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম। আমরা অস্বীকার করছি না যে, ঈশ্বর আমাদের সৎকর্মের পুরস্কার দেন, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমেই তাঁর উপহারকে তিনি মহিমান্বিত করেন। অধিকন্তু, আমরা সৎকর্ম করলেও, তার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করি না। কারণ আমাদের কর্ম জৈবিক স্বভাবের দ্বারা কলুষিত, এবং তা শাস্তি যোগ্যও; এবং সেই ধরনের কর্ম আমরা করতে পারলেও, একটি পাপই যথেষ্ট যার দ্বারা ঈশ্বর সেই সব সৎকর্মকে বাতিল করতে পারেন। এইভাবে আমাদের মনে সর্বদা সন্দেহ থেকেই যায়, সন্দেহের দোলাচলে ঘুরে মুরি এবং আমাদের পবিত্রাতার দুঃখ-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর উপর নির্ভর না করলে আমাদের দুর্বল বিবেক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

প্রেরিত. ১৬:১৪; রোমীয় ১০:১৭; ১ করিন্থীয় ১২:৩; যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭; যোহন ১:১২-১৩; ৩:৫; ইফিষীয় ২:৪-৬; তীত ৩:৫; ১ পিতর ১:২৩; যোহন ৫:২৪; ৮:৩৬; রোমীয় ৬:৪-৬; ১ যোহন ৩:৯; গালাতীয় ৫:২২; তীত ২:১২; যোহন ১৫:৫; রোমীয় ১৪:২৩; ১ তীমথিয় ১:৫; ইব্রীয় ১১:৪; ১১:৬ রোমীয় ৪:৫; মথি ৭:১৭; ১ করিন্থীয় ১:৩০-৩১; ৪:৭; ইফিষীয় ২:১০; রোমীয় ২:৬-৭; ১ করিন্থীয় ৩:১৪; ২ যোহন ৮; প্রকাশিতবাক্য ২:২৩; রোমীয় ৭:২১; যাকোব ২:১০; ইব্রীয় ২:৪; মথি ১১:২৮; রোমীয় ১০:১১।

ধারা ২৫ – আনুষ্ঠানিক নিয়ম বিধির বিলুপ্তি

আমরা বিশ্বাস করি যে, আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়ম-বিধি খ্রীষ্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত হয়ে গেছে। এবং সমস্ত ছায়া সাধিত হয়েছে, যেন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সেগুলির ব্যবহার বিলুপ্ত হয়; তবু সেগুলির সত্যতা এবং সারমর্ম যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে স্থিত, যাঁর মধ্যে সেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ইতোমধ্যে, আমরা তখনও বিধান ও ভাববাদীদের সাক্ষ্য সুসমাচারের তত্ত্বকে সমর্থন করতে ও ঈশ্বরের মহিমার জন্য, তাঁর ইচ্ছানুসারে, আমাদের জীবনকে সকল সততায় বদ্ধ করার জন্য প্রয়োগ করি।

মথি ২৭:৫১; রোমীয় ১০:৪; ইব্রীয় ৯:৯-১০; মথি ৫:১৭; গালাতীয় ৩:২৪; কলসীয় ২:১৭; রোমীয় ১৩:৮-১০; ১৫:৪; ২ পিতর ১:১৯; ৩:৫।

ধারা ২৬ – খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের একমাত্র মধ্যস্থ ও উকিলের মধ্যস্থতা ব্যতীত আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারি না। ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় ও মানব প্রকৃতির দ্বৈত রূপের মিলনে মানবাকারে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যেন আমরা, মানুষেরা স্বর্গীয় মহৈশ্বর্যের কাছে উপনীত হতে পারি। কিন্তু এই মধ্যস্থ, ঈশ্বর যাঁকে তাঁর ও আমাদের মাঝে নিযুক্ত করেছিলেন; তাঁর মহিমার দ্বারা আমাদের শঙ্কিত করার বা আমাদের পছন্দমতো অন্য কিছুর সন্ধান করার কারণ ঘটেনি। কারণ স্বর্গে বা পৃথিবীতে, এমন কোনো প্রাণী নেই, যিনি যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে আমাদের বেশি ভালোবাসেন; যিনি ঈশ্বর হয়েও দাসের রূপ

ধারণ করলেন, নিজেকে অবনত করলেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁর ভ্রাতৃগণের সমরূপ হলেন। তা হলে, যদি আমরা অন্য মধ্যস্থের সন্ধান করি, যিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হবেন, যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখনও যিনি আমাদের জন্য জীবনদান করেছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন, এমন কারও সন্ধান কি আমরা পাব? এবং আমরা যদি এমন কোনো একজনের সন্ধান করি, যাঁর গরিমা ও পরাক্রম আছে, যিনি এই দুইয়ের অধিকারী হয়ে ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবেশন করেন, এবং যিনি স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর সন্ধান কি আমরা পাব? ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র ব্যতীত আর কেই বা অতিশীঘ্র আমাদের প্রার্থনা শুনবেন?

তাই, পুণ্যজনদের সম্মান করার পরিবর্তে, অবিশ্বাসের দরুণ অসম্মান করার চর্চা চলছিল, তাঁরা যা কখনও করেননি বা করার প্রয়োজন হয়নি, তেমনই বলা হচ্ছিল, কিন্তু তাঁরা দৃঢ়ভাবে তা বর্জন করেছিলেন তাঁদের কর্তব্য হিসাবে, তাঁদের রচনাতে যার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের অযোগ্যতার পক্ষে আমরা মিনতি করব না, কারণ এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের অযোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করব, বরং প্রার্থনা করব প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহত্ব ও যোগ্যতার ভিত্তিতে, যাঁর ধার্মিকতা বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের হয়েছে।

তাই, প্রেরিতশিষ্য আমাদের মধ্য থেকে এই বোকামিপূর্ণ ভীতি বা, বরং বলা যায়, অবিশ্বাস দূর করতে যথার্থই বলেছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট সর্ববিষয়ে তাঁর ভ্রাতৃগণের সমরূপ হয়েছিলেন, যেন লোকের পাপের জন্য মহামিলন ঘটাতে করুণাঘন ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন। কারণ তিনি স্বয়ং দুঃখভোগ করেছিলেন, প্রলোভিত হয়েছিলেন। তাই প্রলোভিতদের তিনি উদ্ধার করতে সমর্থ। আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি আরও বলেছেন, ''আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, অতএব এস, আমরা ধর্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি, কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে। অতএব এসো, আমরা সাহস পূর্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। ''ওই একই প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, এসো, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হই, ইত্যাদি। একইভাবে, যারা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাদের তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করতে পারেন, কারণ তাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

আমাদের আর কী প্রয়োজন আছে, যখন খ্রীষ্ট নিজেই বলেছেন, আমিই পথ, এবং সত্য, এবং জীবন; আমার মাধ্যম ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না? ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে সানন্দে একজন মধ্যস্থ হিসাবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাই কোন উদ্দেশ্যে আমরা অন্য মধ্যস্থের সন্ধান করব? আর এক মধ্যস্থের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যেন তাঁকে পরিত্যাগ না-করি, অথবা তাঁর সন্ধান করতে না-পেরে, অন্যজনকে সন্ধান না-করি, কারণ ঈশ্বর সম্যকভাবে জানেন, তাঁর পুত্রকে যখন আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তখনও আমরা পাপী ছিলাম। তাই, খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে, আমাদের একমাত্র মধ্যস্থ যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতাকে আহ্বান করি, কারণ প্রভুর প্রার্থনায় আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাঁর নামে পিতার কাছে আমরা যা কিছু চাইব, তিনি আমাদের তা-ই দেবেন।

১ তীমথিয় ২:৫; ১ যোহন ২:১; ইফিষীয় ৩:১২; মথি ১১:২৮; যোহন ১৫:১৩; ইফিষীয় ৩:১৯; ১ যোহন ৪:১০; ইব্রীয় ১:৩; ৮:১; মথি ৩:১৭; যোহন ১১:৪২; ইফিষীয় ১:৬; প্রেরিত ১০:২৬; প্রেরিত. ১৪:১৫; যিরমিয় ১৭:৫; ১৭:৭; প্রেরিত. ৪:১২; ১ করিন্থীয় ১:৩০; যোহন ১০:৯; ইফিষীয় ২:১৮; ইব্রীয় ৯:২৪; রোমীয় ৮:৩৪; ইব্রীয় ১৩:১৫; মথি ৬:৯-১৩; লূক ১১:২-৫; যোহন ১৪:১৩।

ধারা ২৭ –ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী

আমরা এক ক্যাথলিক বা সর্বজনীন মণ্ডলীতে বিশ্বাস ও ঘোষণা করি, যা প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এক-সমাবেশ, যারা যীশুখ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা ধৌত হয়ে, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিশুদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত হয়ে যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয়ে তাঁদের পরিত্রাণের প্রত্যাশা করেন।

এই মণ্ডলী সৃষ্টির আদি থেকেই অস্তিত্বমান এবং অন্ত পর্যন্ত তা বিরাজ করবে; এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্ট চিরন্তন রাজা, প্রজা ছাড়া যিনি রাজা হতে পারেন না। সমগ্র জগতের ক্রোধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর এই পবিত্র মণ্ডলীকে সংরক্ষণ ও সমর্থন করেছেন; কখনও কখনও (কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষয়িষ্ণু থেকে শূন্য বলে মনে হলেও, আহবের বিপজ্জনক রাজত্বকালে প্রভু যেমন সাত হাজার মানুষকে নিজের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন, যারা বেলবেদের কাছে নতজানু হয়নি।

অধিকন্তু, এই পবিত্র মণ্ডলী কোনো একটি স্থানে, বা কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, বা বন্দি হয়ে নেই, বরং সমগ্র জগতে তা বিকাশলাভ করেছে ও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বাসের শক্তিতে, একাত্ম হয়ে হৃদয়ে ও ইচ্ছায় সম্মিলিত হয়েছে।

আদিপুস্তক ২২:১৮; যিশাইয় ১৯:৬; ইফিষীয় ২:১৭-১৯; গীতসংহিতা ১১১:১; যোহন ১০:১৪; ইফিষীয় ৪:৩-৬; ইব্রীয় ১২:২২-২৩; যোয়েল ২:২৩; প্রেরিত ২:২১; ইফিষীয় ১:১৩; ৪:৩০; ২ শমূয়েল ৭:১৬; গীতসংহিতা ৮৯:৩৬; গীতসংহিতা ১১০:৪; মথি ২৮:১৮-২০; লূক ১:৩২; গীতসংহিতা ৪৬:৫; মথি ১৬:১৮; যিশাইয় ১:৯; ১ পিতর ৩:২০; প্রকাশিতবাক্য ১১:৭; মথি ২৩:৮; যোহন ৪:২১-২৩; রোমীয় ১০:১২-১৩; গীতসংহিতা ১১৯:৬৩; প্রেরিত ৪:৩২; ইফিষীয় ৪:৪।

ধারা ২৮ – প্রকৃত মণ্ডলীতে, সকলেই তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধ্য

আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র মণ্ডলী যেহেতু পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমাবেশ, এবং এর বাইরে আর কোথাও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, তাই কোনো ব্যক্তি, তার অবস্থা যা-ই হোক, এ থেকে তাকে বেরিয়ে এসে পৃথক্‌কৃত জীবনযাপন করতে হবে; কিন্তু প্রত্যেক মানুষই এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে এবং এর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে তার কর্তব্যজ্ঞান করবে; এবং মণ্ডলীর ঐক্য বজায় রাখবে, মণ্ডলীর মতবাদ এবং শৃঙ্খলাকে মেনে চলবে; যীশু খ্রীষ্টের দাসত্ব-বন্ধনকে স্বীকার করে নেবে, একই দেহের অঙ্গ হিসাবে, ঈশ্বর তাদের যেমন যোগ্যতা দিয়েছেন, সেই মতো ভ্রাতৃগণের সংশোধনের কাজ করবেন। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে যারা মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক রাখতে হবে—এ সকল বিশ্বাসীর কর্তব্য এবং শাসনকর্তারা এর বিরুদ্ধাচারণ করলেও, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কঠোর শাস্তি ভোগ করলেও ঈশ্বর যে-মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, সেই মণ্ডলীতে যোগদান করতে এবং আরও কার্যকরভাবে তা পালন করতে হবে।

তাই, যারা এ থেকে নিজেদের পৃথক করেছে বা এতে নিজেরা যোগদান করে না, তারা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারণ করে।

মথি ১৬:১৮-১৯; প্রেরিত ২:৪৭; ইফিষীয় ৫:২৫-২৭; ইব্রীয় ২:১১-১২; ১২:২৩; ২ বংশা ৩০:৮; যোহন ১৭:২১; কলসীয় ৩:১৫; ইব্রীয় ১৩:১৭; মথি ১১:২৮-৩০; ইফিষীয় ৪:১২; ১ করিন্থীয় ১২:৭; ১২:২৭; ইফিষীয় ৪:১৬; নহূম ১৬:২৩-২৬; যিশাইয় ১২:১১-১২; প্রেরিত ২:৪০; রোমীয় ১৬:১৭; প্রকাশিতবাক্য ১৮:৪; গীতসংহিতা ১২২:১; যিশাইয় ১:৩; ইব্রীয় ১০:২৫; প্রেরিত ৪:১৯-২০।

ধারা ২৯ – প্রকৃত মণ্ডলীর চিহ্ন এবং ভ্রান্ত মণ্ডলীর সঙ্গে এর পার্থক্য

আমরা বিশ্বাস করি যে, কোন মণ্ডলীটি প্রকৃত, ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের সতর্ক ও অধ্যবসায় সহকারে তার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে, কারণ জগতের সব সম্প্রদায়ই নিজেদের মণ্ডলী নামে অভিহিত হতে চায়। কিন্তু আমরা এখানে ভণ্ডদের কথা বলছি না, যারা ভালোদের সঙ্গে মণ্ডলীতে মিশে আছে, তবু তারা মণ্ডলীর নয়, যদিও বাহ্যিকভাবে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আমরা বলি যে, প্রকৃত মণ্ডলীর দেহ এবং সংস্কারে সেই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য থাকবে, যারা নিজেদের মণ্ডলী বলে। প্রকৃত মণ্ডলীকে জানার চিহ্নগুলি সুসমাচারে নির্ভেজাল মতবাদ সেখানে প্রচারিত হয় কি না; স্থাপিত সংস্কারগুলি তারা পবিত্রভাবে পালন করছে পাচ্ছে কি না; ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য অনুসারে সব বিষয় পরিচালিত হচ্ছে কি না; যা কিছু ঈশ্বরের বাক্য-বিরুদ্ধ, তা বার্জিত হচ্ছে কি না এবং মণ্ডলীর একমাত্র প্রধান হিসাবে যীশু খ্রীষ্ট স্বীকৃত কি না এর দ্বারা প্রকৃত মণ্ডলীকে অবশ্যই জানা যাবে এবং কোনো মানুষের এ থেকে নিজেকে পৃথক করার অধিকার নেই।

যারা মণ্ডলীর সভ্য, তাদের সম্পর্কে বলি, তারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের চিহ্ন, যেমন বিশ্বাসের দ্বারা, জানা যেতে পারে; এবং তারা যখন যীশুখ্রীষ্টকে তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছে, তারা পাপ এড়িয়ে চলে, ধার্মিকতার অনুসরণ করে, প্রকৃত ঈশ্বর এবং তাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসে, তাদের চিত্ত দোদুল্যমান নয় (ডাইনে, কি বাঁয়ে ফেরে না), মাংসের কার্যাবলিকে বলি দেয় (ক্রুশবিদ্ধ করে)। যদিও তাদের মধ্যে বড়ো ধরনের দুর্বলতা থাকবে, এর বিরুদ্ধে তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের জীবনের সমস্ত দিন সংগ্রাম করবে। অবিরত তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত, মৃত্যু, দুঃখভোগ এবং বাধ্যতার আশ্রয় নেবে, যাঁর মধ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পাপের উপক্রম হবে।

ভ্রান্তমণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে নিজের উপর আরও বেশি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরোপ করে, তার অধ্যাদেশ ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। ভ্রান্ত মণ্ডলী খ্রীষ্টের জোয়ালের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে না। ভ্রান্ত মণ্ডলী খ্রীষ্টের দ্বারা স্থাপিত সংস্কারগুলি পালন করে না, যা আমরা তাঁর বাক্যে পাই, কিন্তু তার চিন্তায় যা যথার্থ বলে মনে হয়, সেই মতো সংযোজন ও বিয়োজন করে। মণ্ডলী খ্রীষ্টের চেয়ে মানুষের উপর বেশি নির্ভর করে; এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী পবিত্রভাবে

জীবনযাপন করে, তাদের নিগ্রহ করে এবং তার ভ্রান্তি, কামনা এবং পৌত্তলিকতার জন্য ভর্ৎসনা করে।

এই দুই মণ্ডলীকে সহজেই পার্থক্য করা ও জানা যায়।

প্রকাশিতবাক্য ২:৯; রোমীয় ৯:৬; গালাতীয় ১:৮; ১ তীমথিয় ৩:১৫; প্রেরিত ১৯:৩-৫; ১১:২০-২৯; মথি ১৮:১৫-১৭; ১ করিন্থীয় ৫:৪-৫; ৫:১৩; ২ থিষলনীকীয় ৩:৬; ৩:১৪; তীত ৩:১০; যোহন ৮:৪৭; যোহন ১৭:২০; প্রেরিত ১৭:১১; ইফিষীয় ২:২০; কলসীয় ১:২৩; ১ তীমথিয় ৬:৩; ১ থিষলনীকীয় ৫:২১; ১ তীমথিয় ৬:২০; প্রকাশিত ২:৬; যোহন ১০:১৪; ইফিষীয় ৫:২৩; কলসীয় ১:১৮; যোহন ১:১২; ১ যোহন ৪:২; রোমীয় ৬:২; ফিলীপিয় ৩:১২; ১ যোহন ৪:১৯-২১; গালাতীয় ৫:২৪; রোমীয় ৭:১৫; গালাতীয় ৫:১৭; রোমীয় ৭:২৪-২৫; ১ যোহন ১:৭-৯; প্রেরিত ৪:১৭-১৮; ২ তীমথিয় ৪:৩-৪; ২ যোহন ৯ যোহন ১৬:২।

ধারা—৩০ মণ্ডলীর শাসন ও পরিচালনা

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রকৃত মণ্ডলী আধ্যাত্মিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে, যা প্রভু তাঁর বাক্যে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন ঈশ্বরের বাক্য প্রচার এবং বিভিন্ন ধর্মসংস্কার (Sacraments) পালনের জন্য মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারী বা পালক থাকবেন, আবার মণ্ডলীতে প্রাচীন এবং ডিকনরাও থাকবেন, যাঁরা পালক মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে মণ্ডলী পরিষদ গঠন করবেন। এর দ্বারা প্রকৃত ধর্ম রক্ষিত হবে এবং সর্বত্র প্রকৃত মতবাদ বিস্তারলাভ করবে। একইভাবে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে এবং আত্মিক পদ্ধতির দ্বারা দমিত হবে, এবং যন্ত্রণাক্লিষ্টরা সান্ত্বনা লাভ করবে, ও তাদের সংকটমোচন ঘটবে; তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা লাভ করবে। সাধু পৌল তাঁর পত্রে তীমথিকে যে- নির্দেশ দিয়েছিলেন, মনোনীত বিশ্বস্ত লোকেরা যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শোভনভাবে সে-সব নির্দেশ পালন করেন, তখন মণ্ডলীর সবকিছুই মসৃণভাবে এগিয়ে চলে।

প্রেরিত. ২০:২৮; ইফিষীয় ৪:১২; ১ তীমথিয় ৩:১৫; ইব্রীয় ১৩:২০-২১; লূক ১:২; ১০:১৬; যোহন ২০:২৩; রোমীয় ১০:১৪; ১ করিন্থীয় ৪:১; ২ করিন্থীয় ৫:১৯-২০; ২ তীমথিয় ৪:২; প্রেরিত ১৪:২৩; তীত ১:৫; ১ তীমথিয় ৩:৮-১০; ফিলিপীয় ১:১; ১ তীমথিয় ৪:১৪; প্রেরিত ৬:১-৪; তীত ১:৭-৯; ১ করিন্থীয় ৪:২; ১ তীমথিয় ৩

ধারা – ৩১ পালক, প্রাচীন, এবং ডীকন

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের বাক্যের পালক, প্রাচীন এবং ডীকনরা মণ্ডলীর আইনসম্মত নির্বাচনের দ্বারা, প্রভুর নামে তাঁদের নিজ নিজ কাজের জন্য ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা অনুসারে নির্বাচিত হবেন তাই, সকলকেই সতর্ক থাকতে হবে যে, কেউ যেন অসৎ উপায়ে অনধিকার প্রবেশ না করে, কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বান না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন অপেক্ষা করেন। তাঁর আহ্বানের জন্য তিনি যেন সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং তাঁর মনে নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, সেই আহ্বান ঈশ্বরেরই। ঐশ্বরিক বাক্যের পরিচর্যাকারীরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা সকলেই সমান কতৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী, কারণ তাঁরা সকলেই একমাত্র বিশ্বজনীন বিশপ এবং মণ্ডলীর একমাত্র শিরোমণি (মস্তক) খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী। অধিকন্তু, ঈশ্বরের এই পবিত্র অধ্যাদেশ লঙ্ঘিত বা উপেক্ষিত হবে না; ঐশ্বরিক বাক্যের পরিচর্যাকারী ও মণ্ডলীর প্রাচীনদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে; তাঁদের কোনো রকম বিক্ষোভ না-দেখিয়ে, শত্রুতা বা বিবাদ না-করে যতদূর সম্ভব, শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্যের পরিচারকরা, যে পদেই থাকুন, সমান ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন। কারণ তাঁরা সকলেই খ্রীষ্টের, একমাত্র বিশ্বজনীন বিশপ এবং মণ্ডলীর একমাত্র মস্তকের পরিচারক। অধিকন্তু, ঈশ্বরের পবিত্র এই অধ্যাদেশ লঙ্ঘিত বা প্রত্যাখ্যাত হবে না, আমরা ঘোষণা করছি যে, প্রত্যেককে ঈশ্বরের বাক্যের সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে এবং বিক্ষোভ এবং বৈরিতা না-দেখিয়ে যতদূর সম্ভব শান্তিতে বাস করতে হবে।

প্রেরিত. ১:২৩-২৪; ৬:২; ১৩:২; ১ করিন্থীয় ১২:২৮; ১ তীমথিয় ৪:১৪; ৫:২২; ইব্রীয় ৫:৪; ২ করিন্থীয় ৫:২০; ১ পিতর ৫:১-৪; মথি ২৩:৮-১০; ইফিষীয় ৫:২৩; ১ থিষলনীকীয় ৫:১২-১৩; ১ তীমথিয় ৫:১৭; ইব্রীয় ১৩:১৭।

ধারা-৩২ মণ্ডলীর শাসন ও শৃঙ্খলা

আমরা বিশ্বাস করি, সহায়ক ও লাভজনক হওয়ার কারণে মণ্ডলীর শাসকগণ মণ্ডলীর দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে কিছু অধ্যাদেশ প্রবর্তন করেন, তবু তাঁদের সযত্ন সতর্ক থাকতে হবে যে, আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যে-নীতি স্থাপন করেছেন, তা থেকে তাঁরা দূরে সরে যাবেন না। তাই আমরা মানবিক সকল উদ্ভাবন এবং ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে মানুষের প্রবর্তিত

সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাখ্যান করি, এর দ্বারা বিবেক-নীতিকে বশে রাখি।

আমরা তাই, মিল ও ঐক্যকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করে এবং সকল মানুষকে ঈশ্বরের বাধ্যতায় ধরে রাখে, কেবল সেই বিষয়গুলিকেই আমরা স্বীকার করি। এই উদ্দেশ্যে, পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার অথবা মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা আবশ্যিক।

১ তীমথিয় ৩:১৫; যিশাইয় ১৯:১৩; মথি ১৫:৯; গালাতীয় ৫:১; ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩; মথি ১৬:১৯; ১৮:১৫-১৮; ১ করিন্থীয় ৫; ১ তীমথিয় ১:২০।

ধারা -৩৩ ধর্মসংস্কার

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের মহিমাময় ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতার জন্য, আমাদের উপর তাঁর প্রতিশ্রুতিকে মোহরাঙ্কিত করতে এবং ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিতে ধর্মসংস্কারগুলি স্থাপন করেছেন। আমাদের বিশ্বাসের লালন পালন ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এবং আমাদের বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করার জন্য তিনি তা করেছিলেন। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের অন্তরে যা তিনি সাধন করেছেন, আমাদের বাহ্যিক অনুভূতিকে উন্নত করার জন্য এগুলি তিনি সুসমাচারের বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এইভাবে, আমাদের কাছে দত্ত পরিত্রাণের তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ধর্মসংস্কারগুলি দৃশ্য চিহ্ন এবং অদৃশ্য এবং আন্তর কিছুর সিলমোহর, যার দ্বারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করেন। সুতরাং চিহ্নগুলি অকার্যকর ও অর্থহীন নয়; সেগুলি আমাদের প্রতারিত করার জন্য নয়। কারণ যীশু খ্রীষ্টই তাদের সত্য; তাঁর বিহনে তারা কিছুই নয়। অধিকন্তু, আমাদের মালিক, প্রভু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে সব ধর্মসংস্কার স্থাপন করেছিলেন, সেসব নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট মূলত, বাপ্তিস্ম ও যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র ভোজ—এই দুটি সংস্কার নিয়ে।

আদিপুস্তক ১৭:৯-১৪; রোমীয় ৪:১১; মথি ২৮:১৯; ইফিষীয় ৫:২৬; রোমীয় ২:২৮-২৯; কলসীয় ২:১১-১২; মথি ২৮:১৯; ২৬:২৬-২৮; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬।

ধারা—৩৪ পবিত্র বাপ্তিস্ম

আমরা বিশ্বাস এবং স্বীকার করি যে, যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ব্যবস্থার পরিণাম (রোমীয় ১০:৪), তিনি তাঁর রক্তসেচনের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা সন্তুষ্টিকে শেষ করেছেন। তিনি রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত সুন্নত সংস্কারকে বিলুপ্ত করেছেন এবং এর পরিবর্তে তিনি বাপ্তিস্ম সংস্কারকে স্থাপন করেছেন। বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে গৃহীত এবং অন্য সমস্ত মানুষ ও ভ্রান্ত থেকে পৃথক্কৃত হয়েছি, যেন যাঁর চিহ্ন এবং প্রতীক আমরা বহন করছি, তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হতে পারি। এর দ্বারা আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তিনিই হবেন আমাদের ঈশ্বরে এবং চিরকালীন মহিমাময় পিতা।

এই কারণে, যাঁরা তাঁর নিজের, তাঁদের তিনি সাধারণ জল, পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মার নামে (মথি ২৮:১৯) বাপ্তাইজিত হবার আজ্ঞা দিয়েছেন। এর দ্বারা, তিনি আমাদের কাছে তিনি এই তাৎপর্য দেখাতে চান যে, আমাদের উপর জল ঢেলে দিলে সেই জল যেমন দেহের মলিনতা ধুয়ে দেয় এবং জল সেচন করলে বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী ব্যক্তির দেহে জল যেমন দেখা যায়, তেমনই পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের প্রাণে অভ্যন্তরীণভাবে একই কাজ করে। এ আমাদের প্রাণ ও আত্মাকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করে এবং রোষের সন্তান থেকে ঈশ্বরের সন্তানে রূপান্তরিত করে। জলের দ্বারা তা ঘটে না, ঈশ্বর পুত্রের পবিত্র রক্ত সেচনের দ্বারা তা ঘটে, আমাদের কাছে যা লোহিত সমুদ্র, যার মাধ্যমে আমরা ফরৌণের অর্থাৎ শয়তানের শাসন থেকে মুক্ত হব এবং কনানের আত্মিক ভূমিতে প্রবেশ করব।

এইভাবে, পরিচর্যাকারীরা তাঁদের ভূমিকার অঙ্গরূপে আমাদের ধর্মসংস্কারের তাৎপর্যটি, যেমন অদৃশ্য বরদান এবং অনুগ্রহ। সমস্ত কলুষতা এবং অধার্মিকতা থেকে তিনি আমাদের ধৌত, বিশোধন এবং পরিষ্কার করেন। তিনি আমাদের অন্তরকে নবায়িত করেন, এবং সমস্ত স্বাচ্ছন্দে ভরিয়ে দেন; তাঁর পিতৃসুলভ মঙ্গলময়তার নিশ্চয়তা দেন। নতুন প্রকৃতি বা স্বভাব দিয়ে তিনি আমাদের আবরিত করেন এবং পুরাতন স্বভাবের সকল কার্যসহ একে হরণ করেন।

আমরা তাই বিশ্বাস করি, অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষী যে-কোনো পুরুষ বা নারীকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, শুধু এক বারই। কখনই বার বার বাপ্তিস্ম নেওয়া বিধেয় নয়, কারণ আমাদের দু'বার নবজন্ম হতে পারে না। অধিকন্তু, জল যখন আমাদের উপরে থাকে, এবং যখন আমরা তা গ্রহণ করি, কেবল তখনই বাপ্তিস্ম আমাদের পক্ষে লাভজনক নয়, কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবনব্যাপী। এই কারণে আমরা অ্যানাব্যাপ্‌টিস্টদের ভ্রান্তিকে প্রত্যাখ্যান করি, যারা এক বারের বাপ্তিস্ম নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, এবং যারা বিশ্বাসীদের শিশুসন্তানদের বাপ্তিস্মকে অস্বীকার করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই সন্তানদেরও বাপ্তিস্ম হওয়া

উচিত এবং চুক্তির চিহ্ন দ্বারা মোহরাঙ্কিত হবে। কারণ একই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ইস্রায়েলের শিশুদের সুন্নত করা হয়েছিল, যা এখন আমাদের সন্তানদের জন্য ধার্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বয়স্কদের মতো, বিশ্বাসীর শিশুদেরও ধৌত করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর রক্ত সেচন করেছিলেন। তাই খ্রীষ্ট তাদের জন্য যা করেছেন, তাদেরও চিহ্ন এবং সংস্কার গ্রহণ করতে হবে, যেমন অল্পদিনের মধ্যেই এক মেষশিশুকে উৎসর্গ করতে হবে। এ ছিল যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর একটি সংস্কার। কারণ ইস্রায়েলের লোকের কাছে সুন্নতের যে-অর্থ ছিল, আমাদের সন্তানদের কাছে সন্তানদের বাপ্তিস্মের অর্থও একই। পৌল বাপ্তিস্মকে খ্রীষ্টের সুন্নত (খ্রীষ্টের ত্বকচ্ছেদ) রূপে অভিহিত করেছেন (কলসীয় ২:১১)। কলসীয় ২:১১; যাত্রাপুস্তক ১২:৪৮; ১ পিতর ২:৯।

কলসীয় ২:১১; যাত্রাপুস্তক ১২:৪৮; ১ পিতর ২:৯; মথি ৩:১১; ১ করিন্থীয় ১২:১৩; প্রেরিত ২২:১৬; ইব্রীয় ৯:১৪; ১ যোহন ১:৭; প্রকাশিতবাক্য ১:৫খ; তীত ৩:৫; ১ পিতর ৩:২১; রোমীয় ৬:৩; ১ পিতর ১:২; ২:২৪; ১ করিন্থীয় ১০:১-৪; ৬:১১; ইফিষীয় ৫:২৬; রোমীয় ৬:৪; গালাতীয় ৩:২৭; মথি ২৮:১৯; ইফিষীয় ৪:৫; আদি ১৭:১০-১২; মথি ১৯:১৪; প্রেরিত ২:৩৯; ১ করিন্থীয় ৭:১৪; লেবীয় ১২:৬

ধারা- ৩৫ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র ভোজ

আমরা বিশ্বাস এবং স্বীকার করি যে, আমাদের পবিত্রতা যীশুখ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই যাদের নতুন জন্ম দিয়েছেন এবং তাঁর পরিবার, মণ্ডলীতে সংযুক্ত করেছেন, তাদের লালনপালন ও পরিপুষ্টির জন্য পবিত্র প্রভুর ভোজ নামক সংস্কারটিকে অভিষিক্ত ও প্রবর্তন করেছেন।

এখন নবজন্মপ্রাপ্তরা দুটি জীবন লাভ করে: একটি জীবন দৈহিক ও ঐহিক। এই জীবন তারা লাভ করেছে প্রথম জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং সকল মানুষের কাছেই তা সাধারণ; অন্য জীবনটি আত্মিক ও স্বর্গীয়। দ্বিতীয় জন্মের সঙ্গে তারা এই জীবন লাভ করে যা সুসমাচারের বাক্যের দ্বারা খ্রীষ্ট দেহের সঙ্গে মিলনের মধ্যে কার্যকর হয়। এই জীবন সাধারণ নয়, ঈশ্বরের মনোনীতদের কাছে তা স্বাতন্ত্র্যসূচক। একইভাবে দৈহিক ও জাগতিক জীবনের সাহায্যের জন্য ঈশ্বর আমাদের জাগতিক ও সাধারণ খাদ্য দিয়েছেন, যা পুষ্টিসাধক ও সকল মানুষের কাছে সাধারণ। কিন্তু বিশ্বাসীরা যে আত্মিক ও ঐশ্বরিক জীবনের অধিকারী হয়েছে, তার সহায়তার জন্য তিনি এক জীবন্ত খাদ্য প্রেরণ করেছেন, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, যেমন, যীশুখ্রীষ্ট। বিশ্বাসীরা যখন তাঁকে 'গলাধ্বঃকরণ' করে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে, যখন তারা আত্মায় বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করে, তিনি তাদের পরিপুষ্ট ও তাদের আত্মিক জীবনকে শক্তিযুক্ত করেন। আমাদের কাছে আত্মিক এবং স্বর্গীয় খাদ্য উপস্থাপন করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর দেহের সংস্কার হিসাবে পার্থিব ও দৃশ্য রুটি এবং রক্তের সংস্কার হিসাবে দ্রাক্ষারসের প্রবর্তন করেছেন। তিনি আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমরা যখন নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের হাতে সংস্কার তুলে নিই এবং আমাদের মুখ দিয়ে ভোজন ও পান করি, যার দ্বারা আমাদের পার্থিব দেহ টিঁকে থাকে, তেমনই নিশ্চয়তার সঙ্গে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের প্রাণের হাত এবং মুখের মতোই, আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য আমাদের প্রাণে, আমাদের একমাত্র মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের প্রকৃত শরীর এবং প্রকৃত রক্ত গ্রহণ করি।

সন্দেহতীত যে, যীশু খ্রীষ্ট অকারণে আমাদের তাঁর সংস্কারগুলি দেননি। তাই এই সব পবিত্র চিহ্নের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের কাছে উপস্থাপন করেন, তার দ্বারা তিনি আমাদের অন্তরে কাজ করেন। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার গুপ্ত কার্যাবলি যেমন আমাদের বোধাতীত, সেইভাবে আমাদের অন্তরে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেন, তা আমরা উপলব্ধি করি না। তবু আমরা যখন বলি, আমরা যা ভোজন বা পান করছি, তা খ্রীষ্টের প্রকৃত প্রাকৃতিক দেহ এবং প্রকৃত রক্ত। কিন্তু আমরা মুখ দিয়ে নয়, বিশ্বাসের দ্বারা আত্মায় আহার করি। সেই ভাবে যীশু খ্রীষ্ট সর্বদা যীশু খ্রীষ্ট, স্বর্গে তাঁর পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করেন। তবু তিনি বিশ্বাসে আমাদের সঙ্গে অবিরত সংযোগ রক্ষা করে চলেন। এই ভোজসভা এক আত্মিক স্থান, খ্রীষ্ট যেখানে আমাদের তাঁর সকল বরদানসহ আমাদের তাঁর অংশীদার করেন এবং তাঁর ও তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যু-উভয়কেই উপভোগ করার জন্য অনুগ্রহ দান করে থাকেন। তাঁর মাংস ভোজনের দ্বারা তিনি আমাদের দীন, নিরানন্দ, শূন্য আত্মাকে লালনপালন, শক্তিযুক্ত করেন ও সান্ত্বনা দেন। এবং তাঁর রক্তপানের দ্বারা সেগুলি সতেজ, ও নবায়িত করেন।

সংস্কারের সঙ্গে খ্রীষ্ট সংযুক্ত এবং তাঁর কারণেই সংস্কার তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে; কিন্তু সকলেই সেই খ্রীষ্টকে লাভ করতে পারে গ্রহণ করে। দুর্জন অবশ্যই তার দণ্ডের জন্য প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে। দুর্জন প্রভুর ভোজের সত্যকে লাভ করে না। যিহূদা এবং জাদুকর শিমোন এই সংস্কার লাভ করেছিল, কিন্তু তারা খ্রীষ্টকে লাভ করেনি, যাঁর কারণে এই সংস্কার তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসীদের সঙ্গেই তাঁর একমাত্র যোগাযোগ।

সবশেষে, আমরা যখন আমাদের পবিত্রতা খ্রীষ্টের মৃত্যুকে শ্রদ্ধাত ধন্যবাদসহ স্মরণ করি এবং আমাদের বিশ্বাস ও

খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকার করি, আমরা ঈশ্বরের লোকদের সমাবেশে এই পবিত্র সংস্কার গ্রহণ করি। তাই, সযত্ন আত্মসমীক্ষা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির এই টেবিলের কাছে আসা উচিত নয়, পাছে এই রুটি ভোজন করে এবং এই পানপাত্র থেকে পান করে, তবে সে নিজের বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে (১ করি ১১:২৮-২৯)। সংক্ষেপে, এই পবিত্র সংস্কারের ব্যবহারের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি একান্ত ভালোবাসায় আলোড়িত হই। আমরা তাই সংস্কারগুলির সঙ্গে যা কিছু যোগ করেছে এবং জঘন্য বিষয় আবিষ্কার করেছে, সেগুলিকে আমরা অপবিত্র মনে করে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা ঘোষণা করছি যে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতশিষ্যরা আমাদের যে অধ্যাদেশ শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব এবং তাঁদের সুরেই আমরা কথা বলব।

মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২-২৪; লূক ২২:১৯-২০; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬; যোহন ৩:৫-৬; যোহন ৫:২৫; যোহন ৬:৪৮-৫১; যোহন ৬:৬৩; যোহন ১০:১০; যোহন ৬:৪০; যোহন ৪৭; যোহন ৬:৫৫; ১ করিন্থীয় ১০:১৬; ইফিষীয় ৩:১৭; যোহন ৩:৮; মার্ক ১৬:১৯; প্রেরিত ৩:২১; রোমীয় ৮:৩২; ১ করিন্থীয় ১০:৩; ২:১৪; লূক ২২:২১-২২; প্রেরিত ৮:১৩; ৮:২১; যোহন ৩:৩৬; প্রেরিত ২:৪২; ২০:৭; ২:৪৬; ১ করিন্থীয় ১১:২৬।

ধারা—৩৬ অসামরিক প্রশাসন

আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবজাতির নৈতিক বিচ্যুতির জন্য ঈশ্বর রাজা, রাজকুমার এবং অসামরিক আধিকারিকদের অভিষেক করেছেন। তিনি চান, কিছু আইন ও নীতির দ্বারা জগৎ পরিচালিত হবে; যেন আইনভঙ্গকারীদের বাধা দেওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে সব কিছু যেন ভালোভাবে চালিত হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার ও যারা ভালো কাজ করে তাদের রক্ষা করার জন্য তিনি সরকারের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছেন (রোমীয় ১৩:৪)। শুধু জনজীবনকে চালিত করা ও টিকিয়ে রাখাই তাঁদের কাজ নয়, কিন্তু মণ্ডলীকে এবং এর সেবাব্রতকে এমনভাবে নিরাপত্তা দেওয়া যেন খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমন হতে এবং সর্বত্র সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে এবং ঈশ্বর সমাদৃত হতে পারেন এবং তাঁর বাক্যে তিনি যেভাবে চেয়েছেন, সেইভাবে প্রত্যেক মানুষ যেন তাঁর সেবা করে।

অধিকন্তু, গুণ-অবস্থা এবং শ্রেণি মর্যাদা নির্বিশেষে, প্রত্যেকেই যেন সরকারি আধিকারিকদের বশ্যতা স্বীকার করে, কর দেয়, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এবং ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী না-হলে সর্ববিষয়ে যেন তাঁদের বাধ্য হন। তাঁদের সকল পথে ঈশ্বর যেন তাঁদের চালিত করেন, এবং আমরা যেন নিরুদ্বিগ্ন, শান্তিপূর্ণ ও সর্বপ্রকারে যেন ঐশ্বরিক নিয়মসম্মত এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি, এ জন্য তাঁদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত (১ তীমথি ২:১-২)।

এই কারণে আমরা অ্যানাব্যাপটিস্ট এবং অন্য ঈশ্বর বিরোধী লোকদের অগ্রাহ্য করি এবং সাধারণভাবে, যারা কতৃপক্ষ ও সরকারি আধিকারিকদের অগ্রাহ্য করে, বিচারব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়, যারা সাধারণ ভাণ্ডারের প্রবর্তন করে এবং ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যে শোভনতা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন, যারা তা ধ্বংস করে, আমরা তাদের বর্জন করি।

নেদারল্যান্ড্‌সের রিফরমর্ড চার্চেস-এর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠীত সাধারণ সিনোড নিম্নলিখিত শব্দগুলি বর্জন করা হয়েছে:

সমস্ত রকমের পৌত্তলিকতা এবং ভ্রান্ত উপাসনা দূর ও প্রতিরোধ করতে হবে; খ্রীষ্টারির রাজ্যকে ধ্বংস করতে হবে।

হিতোপদেশ ৮:১৫; দানিয়েল ২:২১; যোহন ১৯:১১; রোমীয় ১৩:১; যাত্রাপুস্তক ১৮:২০; দ্বি. বি. ১:১৬; ১৬:১৯; বিচারকর্তৃকগণ ২১:২৫; গীতসংহিতা ৮২; যিরমিয় ২১:১২; যিরমিয় ২২:৩; ১ পিতর ২:১৩-১৪; গীতসংহিতা ২; রোমীয় ১৩:৪ ক; ১ তীমথিয় ২:১-৪; মথি ১৭:২৭; ২২:২১; রোমীয় ১৩:৭; তীত ৩:১; ১ পিতর ২:১৭; প্রেরিত ৪:১৯; ৫:২৯; ২ পিতর ২:১০; যিহূদা ৮।

ধারা—৩৭ শেষ বিচার

সবশেষে, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, প্রভুর নির্ধারিত সময় (যা সমস্ত প্রাণীর কাছে অজানা) এবং মনোনীতদের সংখ্যা পূরণ হবে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন, যেমন তিনি স্বর্গারোহন করেছিলেন (প্রেরিত ১:১১)। মহিমান্বিত ও গৌরবদীপ্ত শারীরিক ও দৃশ্যমান আকারে তিনি আসবেন। তিনি নিজেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারকরূপে ঘোষণা করবেন। পুরাতন জগৎকে বিশোধিত করতে তিনি আগুনে ও অগ্নিশিখায় তাকে ভস্মীভূত করবেন। তখন সমস্ত লোক, পুরুষ, নারী, এবং শিশুরা, যারা জগতের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আছে, তারা মহান বিচারকের সামনে সশরীরে উপস্থিত হবে। শীর্ষস্থানীয় স্বর্গদূতদের আহ্বানে আহ্বানে ও ঈশ্বরের তূরীধ্বনির আওয়াজে তারা সমবেত হবে (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬)। কারণ সমস্ত মৃতজন ভূমি থেকে উত্থিত হবে, এবং তাদের আত্মাগুলি তাদের যথার্থ দেহের

সঙ্গে, পূর্বে যেখানে তারা সপ্রাণ অবস্থায় ছিল, সেখানে যুক্ত ও মিলিত হবে। যারা তখনও জীবিত, অন্যদের মতো তাদের মৃত্যু হবে না, কিন্তু এক মুহূর্তে, চক্ষুর পলকে ক্ষয়নীয় থেকে অক্ষয়নীয়তায় রূপান্তরিত হবে। তখন পুস্তকগুলি (অর্থাৎ বিবেক), খোলা হবে এবং পৃথিবীতে থাকাকালীন কর্ম অনুযায়ী মৃতের বিচার করা হবে; দেখা হবে, সে ভালো কি দুর্জন। না, সকল মানুষকে তাদের অকারণ কথাবার্তার জন্য (জগৎ যেগুলিকে শুধুমাত্র হাসিঠাট্টা ও আমোদ বলে মনে করে) কৈফিয়ত দিতে হবে; এরপর মানুষের গোপন কথা ও ভণ্ডামিকে সকলের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এই কারণে দুর্জন ও দুষ্কৃতীদের কাছে এই বিচারের চিন্তা ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক, কিন্তু ধার্মিক ও মনোনীতদের কাছে তা মহানন্দের ও সান্ত্বনাদায়ক। কারণ তখন তাদের পূর্ণমুক্তি সাধিত হবে এবং তারা তাদের পরিশ্রম, ও যে-যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তার ফল লাভ করবে। তাদের নির্দোষিতার কথা সকলকেই জানবে এবং যে-দুর্জনরা পীড়ন-দমন করেছিল ও যন্ত্রণা দিয়েছিল, তারা দেখবে এই জগতে ঈশ্বর সেই দুর্জনদের উপর কীভাবে প্রতিশোধ নিয়ে আসেন।

দুর্জনরা তাদের নিজেদের বিবেকের সাক্ষ্যের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হবে এবং চিরজীবী হয়ে শয়তান এবং তার দূতদের জন্য প্রস্তুত করা অনন্তকালস্থায়ী অগ্নিতে যন্ত্রণাভোগ করবে। কিন্তু বিপরীতে, বিশ্বস্ত ও মনোনীত জনেরা মহিমা ও সম্মানে বিভূষিত হবে, এবং ঈশ্বর-পুত্র তাঁর পিতা ঈশ্বর ও মনোনীত স্বর্গদূতদের সামনে তাদের নাম স্বীকার করবেন। ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছিয়ে দেবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪) এবং তাদের কারণে-বহু বিচারক ও সরকারি কর্তৃপক্ষ যাদের ধর্মদ্রোহী ও দুষ্কৃতিরূপে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, ঈশ্বর-পুত্রের কারণে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং মহৎ পুরস্কার হিসাবে, প্রভু তাদের এমনভাবে মহিমার অধিকারী করবেন, যা কোনোদিনই মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। তাই আমরা আকুলভাবে সেই মহান দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয়ে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি উপভোগ করতে পারব। আমেন, প্রভু যীশু এসো। (প্রকাশিত বাক্য ২২:২০)।

মথি ২৪:৩৬; ২৫:১৩; ১ থিষলীনীকীয় ৫:১; ইব্রীয় ১১:৩৯-৪০; প্রকাশিতবাক্য ৬:১১; ১:৭ মথি ২৪:৩০; ২৫:৩১; ২৫:৩১-৪৬; ২ তীমথিয় ৪:১; ১ পিতর ৪:৫; ২ পিতর ৩:১০-১৩; দ্বি. বি. ৭:৯-১১; প্রকাশিতবাক্য ২০:১২-১৩; দানিয়েল ১২:২; যোহন ৫:২৮-২৯; ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২; ফিলীপিয় ৩:২০-২১; ইব্রীয় ৯:২৭; প্রকাশিতবাক্য ২২:১২; মথি ১১:২২; ২৩:৩৩; রোমীয় ২:৫-৬; ইব্রীয় ১০:২৭; ২ পিতর ২:৯; যিহূদা ১৫; প্রকাশিতবাক্য ১৪:৭ক; লূক ১৪:১৪; ২ থিষলনীকীয় ১:৩-১০; ১ যোহন ৪:১৭; প্রকাশিতবাক্য ১৫:৪; ১৮:২০; মথি ১৩:৪১-৪২; মার্ক ৯:৪৮; লূক ১৬:২২-২৮; প্রকাশিতবাক্য ২১:৮; ২০:১০; ৩:৫; যিশাইয় ১৫:৮; ৭:১৭; দানিয়েল ১২:৩; মথি ৫:১২; ১৩:৪৩; ১ করিন্থীয় ২:৯; প্রকাশিতবাক্য ২১:৯-২২:৫।